



શ્રાવણ શ્રદ્ધિ દયા



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!



## প্রকাশনায়

নিজ গ্রাম

: সজল কান্তি বড়ুয়া  
গ্রাম : মহামুনি পাহাড়তলী  
ডাকঘর : মহামুনি  
থানা : রাউজান  
চট্টগ্রাম।

১৩৫/৫/৫/১ আহম্মদবাগ  
সবুজবাগ  
ঢাকা - ১২১৪  
বাংলাদেশ।

প্রকাশকাল

: ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৯  
১৯শে মে, ২০০২ ইংরেজী

ভেদে মূল্য

: ৩০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান

: সাধনাকুঞ্জ, রাসুনিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

সুবোধ লাইব্রেরী  
গ্রাম : মহামুনি পাহাড়তলী  
থানা : রাউজান  
চট্টগ্রাম

ধর্মরাজিক বুক সেন্টার  
প্রযত্নে : ধর্মরাজিক মহাবিহার  
থানা : সবুজবাগ  
ঢাকা - ১২১৪



## উৎসর্গ

পরমপূজ্য শ্রদ্ধেয় জীবন্ত অর্হৎ শ্রীমৎ সাধনানন্দ  
মহাস্থবিরের (বনভন্তে) উদ্দেশ্যে এ পুস্তিকা উৎসর্গ করা  
হল। সমস্ত মানব জীবন নির্বাণলাভের হেতু হউক,  
এ কামনায়।

প্রকাশক



# আশীর্বাদী



শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভত্তে)

তারিখ : ২২-১১-২০০১ খৃঃ

রাজবন বিহার, রাসামাটি,

রাসামাটি পার্বত্য জেলা, চট্টগ্রাম।

প্রকৃতি ও প্রাণীর উপর আধিপত্য বিস্তারকারী মানুষ, বুদ্ধশিক্ষা পঞ্চশীল নীতির প্রথম দুইশীল - নীতির সম্যক অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হলে এই পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ, অশান্তি দূর হয়ে যেতো। ভোগবাদী বস্ত্র বিজ্ঞানের অভিশাপ অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের বাড়াবাড়ি বর্তমান পৃথিবীকে নিমিষে বিলুপ্ত করে দেয়ার কালনাগিনী ফণা যে ভাবে বিস্তার করে আছে তার মরণ-ছোঁবল থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতো পঞ্চশীলের মাত্র প্রথম দুই শীল পালনে বিশ্ব মানব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে। হিংসা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, মান, অহংকার আর লোভ-লালসার মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি আজ সমগ্র মানব-চিন্তকে যে ভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে; সেই কালো মেঘ দ্রুত অপসারিত হয়ে যেতো বুদ্ধ উপদিষ্ট পঞ্চশীলের এই দুই শিক্ষাপদকে মানবচিন্তে অনাবিল, অকৃত্রিমভাবে স্থান দিতে পারলে।

‘আমি প্রাণী হিংসা হতে বিরত হবো।’ ‘আমি পর সম্পদের প্রতি লুদ্ধ-চিন্ত পোষণে বিরত হবো’ মহাকারণিক বুদ্ধের এই দুই মহান শিক্ষা অত্র গল্পগুচ্ছে প্রত্যেকটিতে উজ্জল ভাবে বিধৃত। গল্পচতুলে নীতিশিক্ষা ও নৈতিক গঠন অনুপ্রেরণা দান হাজার হাজার বছরের চিরন্তনী অমোঘ কৌশল। বৌদ্ধ জাতক, বেদ-উপনিষদের কথা-চরিত সাগর এবং পাশ্চাত্যের ঈষপের-গল্প এ সকল বিশ্ব-বিখ্যাত প্রাচীন কথা-সাহিত্য তারই প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। যুগে যুগে এ পৃথিবীর কত মুহূ মুহূ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। কিন্তু এ সকল কথা-সাহিত্য অবলীলাক্রমে দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সিন্ত করে চলেছে মানব হৃদয়কে।

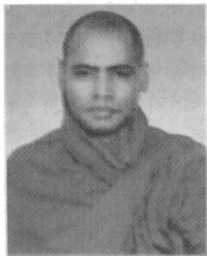
বুদ্ধ-ভারতের এই কথা-সাহিত্য-সম্পদ হাজার হাজার বছর ধরে চৈনিক সভ্যতা দ্বারা লালিত পালিত হলেও বর্তমান অবৌদ্ধ বাংলা-ভারতে তার স্থান কোথায়? বাংলা অনুবাদে মাধ্যমে আজ সেই হারানো সম্পদ ঘরে আনার তাগিদে জন্য অনুবাদককে জানাই আন্তরিক আশীর্বাদ। এই গল্প-গুচ্ছ পাঠে মানুষের মানসে বুদ্ধ জ্ঞান অধিগমে, বুদ্ধ নীতির সম্যক অনুশীলনে আন্তরিক প্রেরণা জাগ্রত হউক; এই কামনা করি।

সাধু!

সাধু!

সাধু!

## গল্পে গল্পে শান্তি শিখা



প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো  
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি,  
২৫৪৫ বুদ্ধ বৎসর,  
২২-১১-২০০১ খৃঃ

২০০১ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর, অপরাহ্ন। রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের ঘন-সবুজ আরণ্যিক চত্বরে বসে আছি আমার কক্ষের বারান্দায়। ধর্মালাপ চলছিল শ্রোতাদের সাথে। হোভা থেকে নেমে এসে প্রণাম জানালেন সৌম্য এক পুরুষ। পরিচয় দিলেন - 'আমি রণেশ্বর।' শ্রোতাদের বিদায়ের মুখে পকেট থেকে মুদ্রিত কিছু লেখা বের করে হাতে দিয়ে অনুরোধ জানালেন, - এগুলো পড়ে আপনাকে দু'টি লেখা লিখতে হবে, -একটি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আশীর্বাদী, অপরটি আপনার মন্তব্য। আগামীকালই তা চাই।

সময় এত অল্প! কিন্তু, দু'এক পৃষ্ঠা পড়তে গিয়েই মন্ত্র-মুগ্ধের মতো বলে ফেললাম, -দেখি আপনার অনুরোধ রাখতে পারি কি-না। হাজার বছরের চৈনিক লোকজ বৌদ্ধ-সংস্কৃতির উজ্জল-ছাপ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে চীনা সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদ হতে এই বাংলা অনুবাদে।

'তিন নকলে আসল খাস্ত' - বাংলার এই প্রবাদ বাক্য এখানে দুই ভাষান্তরে জানিনা কতটুকু প্রযোজ্য। চীনাভাষা আমার বোধগম্যতার বাইরে। মূলের সৌন্দর্যের সাথে পরিচয়ের সুযোগও তাই আমার নেই। তবে আমি বলবো বর্তমান অনুবাদক, সজল কান্তি বড়ুয়া মহোদয় ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষা এবং সেই ভাষাদ্বয়ের সাহিত্যিক শৈলী সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বাক্য গঠনের রীতি সম্পর্কে তিনি যেমন সচেতন, তেমনি ছোটগল্পের শৈল্পিক রুচি মেজাজের পরিবেশনেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর অনুবাদে। ফলে বাংলার বৌদ্ধ কথা সাহিত্য চর্চায় প্রাচীন জাতক-সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্য ভাভারে উপহার দিলেন অনুবাদ সাহিত্যের এক অনুপম সম্পদ। একই সাথে বৌদ্ধ কথা-সাহিত্য চর্চায় তিনি প্রাচীন জাতকের রাজ্যে উন্মোচন করলেন আধুনিক-মনস্ক গল্প চর্চায় নব দিগন্ত।



সন্দেহ নেই ইহা একটি অনুবাদ সাহিত্য। কিন্তু হাজার বছর আগে শত শত নাম জানা-অজানা চৈনিক, তিব্বতী ছাত্র এই ভারত বাংলার উর্বর পলল মাটির শান্ত-স্নিগ্ধ কোলে বসে নালন্দা, বিক্রমশীলা, তক্ষশীলাদির ন্যায় বিশাল বিশাল বৌদ্ধ-বিদ্যা-পীঠসমূহে দিনের পর দিন শুনে থাকতেন প্রাচীন জাতকের পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্ম-নীতি ও নৈতিক জীবন গঠনে প্রেরণাদানে কালে কালে রচিত বিভিন্ন লোকজ মননশীলতার উপযোগী গল্প, রূপকথা আর প্রবাদ-প্রবচন। সেই একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশের মাটিতে আপন জন-মানসে বুদ্ধ শিক্ষার বীজ বপনে উদ্যোগী হতেন তাঁরা। জনমানসে বিশ্বাসের আসন দখলে তাঁরা নিজেদের রচিত গল্পে কদাচিৎ ব্যবহার করতেন বাংলা ভারতের আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি, অথবা লোকজ আচার সংস্কৃতিকে। তাই তিব্বতী, চৈনিক বৌদ্ধ-গল্পকারগণের প্রায় লেখায় বার বার ফুটে উঠেছে স্ব দেশ, জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি। বর্তমান গল্প-গুচ্ছের প্রতিটি গল্প অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরের হলেও প্রত্যেকটিতে সেই দেশ-কাল-পাত্রের ছাপ মুক্তোর মতো উজ্জ্বল-দ্যুতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে অনিবার্যভাবে।

আমি আন্তরিক সাধুবাদ জানাই অনুবাদকের এই পরিচল্প প্রয়াসকে, যার মধ্যে তিনি এ সকল গল্পের মূল উৎসের রস, মেজাজ, ভাব-ভঙ্গিকে অটুট রাখতে সক্ষম হয়েছেন। অনুবাদিত গল্প-গুলোর আবহ এমন যে, এগুলো পড়তে পড়তে পাঠকের মানসপটে ভেসে উঠে রাজ্যের সেই চীনা ধর্মীয় সংস্কৃতির একটি অনুপম প্রতিচ্ছবি। তিনি এমন কি আশ্বাদন করতে পারেন চীনা-গণ-মানসের হৃদয়কে পর্যন্ত। প্রতিটি গল্পের পরিসর যেমন খুব ছোট; তেমনি ছোট বাক্যগঠন পদ্ধতিও। হৃদয় মন যেন কল্পনার দ্যুতিতে বিজলীর মতো খেলিয়ে বেড়ায় প্রতিটি বাক্যের মধ্যে সহজ-স্বচ্ছন্দ গতিতে। অনুবাদটি ভাব-ভাষা উপযোগী বাক্য বিন্যাসে এবং শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্যতায় প্রশংসার দাবীদার। এতে করে গল্পগুলো একদিকে যেমন শিশু-সাহিত্যের মর্যাদায় উত্তীর্ণ; অপরদিকে বিষয়ের নৈতিক ও ভাবগত গান্ধীর্ষ রচনাকে দান করেছে প্রাজ্ঞ প্রবীণের মননশীলতার উপযোগীতা। তাই আবাল বৃদ্ধ বনিতা এই গল্পগুচ্ছ পাঠে আপন-পর জীবনে নৈতিক উৎকর্ষতার যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করবে; এতে কোন সন্দেহ নেই।

আমি এই উদ্যোগের বহুল সাফল্য কামনা করি।

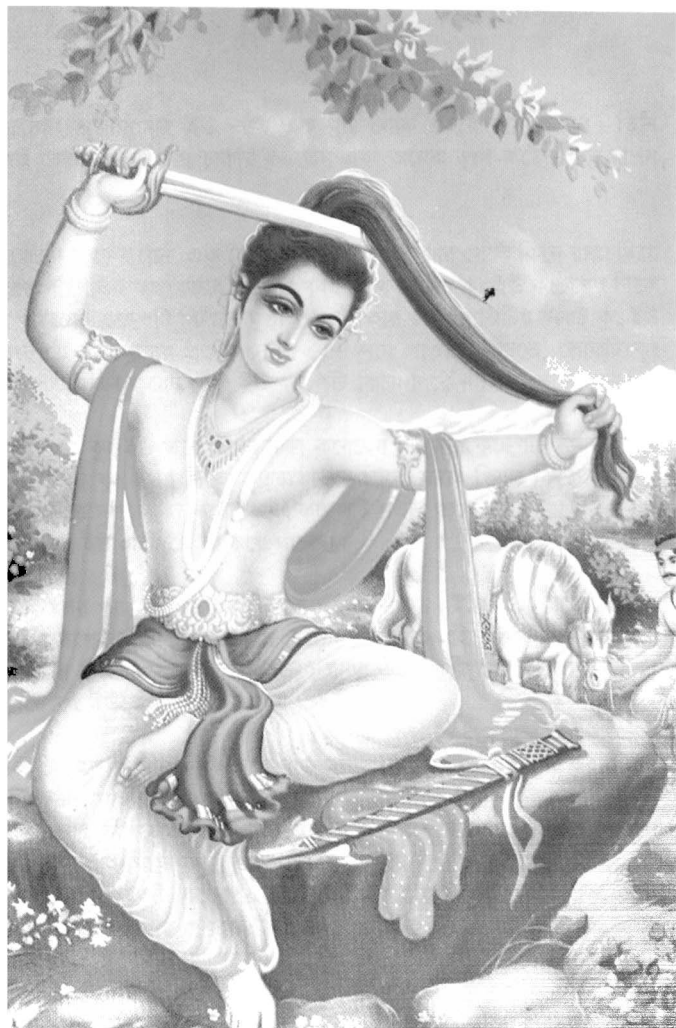


সেই সুদূর চীনের অনুবাদিত গল্প-কাহিনীগুলো যুগ ও সমাজের এক অভ্রান্ত প্রতিচ্ছবি। সকল দেশ, কাল, সমাজ ও পরিবার যেন একইসূত্রে বাঁধা। এ কাহিনীগুলো পড়তে পড়তে জাতিগত পার্থক্য বিলীন হয়ে পড়ে। কেউ যদি সত্যি সত্যিই দীর্ঘদিন জীবহিংসা না করে, তাহলে কোন জীবও তাকে হিংসা করবেনা। কেউ যদি মৈত্রীপারমিতা স্মরণ করে কোথাও কোন কাজে যায়, তাহলে তাঁর সেই মৈত্রীভাব চারপাশের সকল জীবের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে বৈরিভাবাপন্ন মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। গল্পের মাধ্যমে ধর্মকথা ও নীতিকথা চিত্তকে স্পর্শ করে। বৌদ্ধধর্মের মূলকথা, ধর্মের প্রকৃত সত্যকে জীবনচর্যার মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করে প্রতিটি জীবনকে সুন্দর ও নির্বাণলাভের ক্ষেত্র তৈরী করা। অহিংসা, দান, মৈত্রী, সত্যরক্ষা প্রভৃতি গুণ ও শীলগুলি দ্বারা প্রত্যেকের মনকে জাগ্রত করা।

তাইওয়ান থেকে প্রকাশিত ইংরেজীতে লেখা বৌদ্ধ ধর্মের কিছু বই বিভিন্ন ধর্মীয় মন্দিরে পাওয়া গিয়েছিল। আগ্রহ কিছুটা ছিল বৈকি! হাতের কাছে পাওয়া কয়েকটি বই কিনেছিলাম। বাড়ীতে এনে কয়েক দিন, মাস, বছর শুধুই নাড়াচাড়া করি, পৃষ্ঠা উল্টাই, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। **The Love of Life** বইটির একটি গল্প একদিন আনমনে পড়ি। গল্পটি ভালই লাগে। ইচ্ছা ও আবেগের তাগিদে পরপর আরো কয়েকটি গল্প পড়ি। ইংরেজীতে লেখা গল্পের আকারে এমন সুন্দর কাহিনীগুলো বাংলায় অনুবাদ করলে কেমন হয়! মনের ব্যাকুলতা প্রকর্ষ হয়। আনন্দের আতিশয্যে ইংরেজী থেকে বাংলা অভিধান নিয়ে অনুবাদ করার চেষ্টা করি। হুবহু অনুবাদ কি সহজ! নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি যা আছে, এমন বাহাদুরি করতে গিয়ে মাথা চুলকানি শুরু হয়। বহুকষ্টে সপ্তাহ দুই ধরে গোটা চার বা পাঁচেক গল্পের অনুবাদ শেষ হয়। তারপর লম্বা বিরতি। একদিন, দুদিন, সপ্তাহ, মাস পরিপূর্ণ ভাবে ছয়-সাত মাস আলস্যে কাটাই। একদিন গা-ঝাড়া দিই। দিনে অন্তত একটি অনুবাদ শেষ করতে চাই। এভাবে ঊনত্রিশটি গল্পের অনুবাদ শেষ করি। আমার পরম আল্লীয়, অনুজ বাবু রণেশ্বর বড়ুয়া উনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের পরমপূজ্য শ্রদ্ধেয় বনভণ্ডে জীবন্ত অর্হৎ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির এবং পরম পূজনীয় ভণ্ডে প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরোর কাছ থেকে আশীর্বাণী সংগ্রহ করেছেন। শ্রদ্ধেয় বনভণ্ডের প্রতিটি বানী আমার ইচ্ছা ও আবেগকে শিহরিত ও অনুরণিত করেছেন। রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে অনুষ্ঠিতব্য পবিত্র কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে বইটি মুদ্রণের একগ্রন্থ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সম্ভব হয়নি। মাত্র ঊনত্রিশটি গল্প নিয়ে বইটি প্রকাশিত হল। ভবিষ্যতে, বর্ধিত কলেবরে আরও গল্প প্রকাশের অদম্য ইচ্ছা রয়েছে। আমার কর্মস্থানের সুহৃদ মোঃ শামসুজ্জোহা সাহেব কম্পিউটার মুদ্রণে তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। আমি তাঁর কাছে ঋণী। বইটি প্রকাশে অনেক ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। অনুবাদ করতে গিয়ে কথ্য, চলিত, সাধু ভাষার মিশ্রণ থাকতেও পারে। জোড় গলায় বলতে পারিনা, সঠিক হয়েছে কি হয়নি। এজন্য সবাইর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। ভগবান বুদ্ধের অমৃত বাণী একান্ত হিতকর, সুখকর ও কল্যাণজনক। ছোট ছোট গল্পের ঘটনাসমূহ বুদ্ধের সুমহান অমৃত ধর্মকে প্রচার ও প্রসারের পথ সুগম করবে, এটাই কামনা।

## সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
০১। কচ্ছপের কৃতজ্ঞতা	০১
০২। চেং তাং এবং ফাঁদ পাতা জাল	০৩
০৩। হরিণ ও ছোট্ট ছেলে	০৫
০৪। চামচিকার প্রতিদান	০৭
০৫। দীর্ঘ জীবন, সুখ এবং সম্মান	০৯
০৬। তিম্বা ভিক্ষু	১১
০৭। ওয়াং এর প্রাণদন্ড	১৩
০৮। নিষ্ঠুর কৃষকের নির্মমতার ফল	১৫
০৯। ড্রাগন রাজার ছেলে	১৭
১০। সামি পিপড়ার প্রাণ বাঁচিয়েছিল	১৯
১১। জু চাং এবং মাছ	২১
১২। মা হরিণ	২৩
১৩। সন্ধ্যাসীর কোলে ছোট্ট পাখি	২৫
১৪। ছদ্মবেশে হিংস্র ড্রাগন	২৭
১৫। মুক্ত পুকুর	২৯
১৬। কলসিতে বানমাছ	৩১
১৭। কচ্ছপের প্রতিদান	৩৩
১৮। তিন নম্বর ছেলে 'ফেং	৩৫
১৯। ছাগলের জিহ্বা	৩৭
২০। বিচারক এবং মৌমাছি	৩৯
২১। ক্রন্দনরত উল্লুক	৪১
২২। জুহাং চিং	৪৩
২৩। একটি জন্মদিন উৎসব	৪৫
২৪। ভগবান বুদ্ধের বাহুদান	৪৭
২৫। বৌদ্ধ সন্ধ্যাসী	৪৯
২৬। দেবতা এবং শুয়াং চেং	৫১
২৭। ভাগ্য পরিবর্তন	৫৩
২৮। মূল্যবান জীবন	৫৫
২৯। একটি ভয়ংকর মৃত্যু	৫৭



১৩তম শতাব্দীর চান রাজত্বে কুং ইউ নামে এক বৃদ্ধ লোক শহরে বাস করেন। তিনি গাজপ্রাসাদে স্বল্প বেতনের নিম্নপদে চাকরি করতেন এবং অনেক দুঃখ-কষ্টে জীবন যাপন করতেন।

একদিন ভোরে তিনি লক্ষ্য করেন, এক লোক একটি কচ্ছপ বাজার থেকে কিনে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। কচ্ছপের পরিণতির কথা ভেবে কুং ইউ খুবই ব্যথিত হন। কুং ইউ কচ্ছপের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। কচ্ছপটি নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষার জন্য লোকটির নিকট কুং ইউ বেশী দামে কচ্ছপটি ক্রয় করার প্রস্তাব দেন। বেশী দাম পাওয়ার লোভে, লোকটি কুং ইউর কাছে কচ্ছপটি বিক্রী করেন। কুং ইউ কচ্ছপটি কিনে নিয়ে নদীতে ছেড়ে দেন।

কচ্ছপটি বুঝতে পারে কুং ইউ তার জীবন রক্ষা করেছেন। এজন্য কচ্ছপটি নদীর গভীর পানিতে যাওয়ার সময় কুং ইউর দিকে কৃতজ্ঞতাভরে মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকায়। কুং ইউ এই অভাবনীয় দৃশ্য লক্ষ্য করেন এবং কচ্ছপটি গভীর জলে ডুব দেয়া পর্যন্ত তার গমনপথের দিকে কুং ইউ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন।

এ ঘটনার কয়েক বছর পর, কুং ইউর চাকুরীতে পদোন্নতি হয়। ইতিমধ্যে রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে সেই দেশের রাজা চিন্তিত হয়ে পড়েন। রাজ্যের এই সংকটময় মুহূর্তে কুং ইউর পরামর্শে রাজা সেই বিদ্রোহ দমন করেন। রাজা এতে খুশী হয়ে রাজ্যের খুব উঁচু এবং সম্মানী পদে কুং ইউকে অধিষ্ঠিত করেন।

কুং ইউ যখন উচ্চ পদে আসীন হন, তাঁকে লর্ড সম্মান সূচক উপাধি প্রদান করার জন্য একটি ধাতুনির্মিত সীলমোহর তৈরি করতে রাজকীয় কারিগরকে আদেশ দেয়া হয়। রাজার আদেশ পেয়ে কারিগর সীলমোহর তৈরির কাজে লেগে যায়। সীলমোহরটি তৈরির জন্য কারিগর যখন ছাচে ঢালাই দিতে যায়, তখন এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখা যায়। পিছনে ঘাড় বাঁকা তাকানো অবস্থায় একটি কচ্ছপের ছবি সীলমোহরে ফুটে উঠে। এই দৃশ্য দেখে কারিগর বিস্মিত হয়। কারিগর পুনরায় সীলমোহর তৈরির কাজে হাত দিতেই একই ঘটনার দৃশ্য দেখা যায়। যখনই সীলমোহর তৈরির জন্য কারিগর চেষ্টা করেন, ততবার কচ্ছপের ছবি ভেসে উঠে। কারিগর এই ঘটনায় খুব হতচকিয়ে যান। কি ভূতুরে কাণ্ড! কারিগর মহামান্য লর্ড কুং ইউকে নতজানু হয়ে এই আশ্চর্য ঘটনা সম্পর্কে বলেন,

“মহামান্য লর্ড, আমাদের মহামান্য রাজার নির্দেশে আপনাকে নতুন পদমর্যাদার সম্মান সূচক উপাধি প্রদানের জন্য একটি সীলমোহর তৈরির আদেশ পাই। কিন্তু যতবার সীল তৈরির প্রকৃতি নিতে যাই, ঘাড় বাঁকিয়ে তাকানো একটি কচ্ছপের ছবি পুনঃ পুনঃ সীলমোহরে ভেসে উঠে।” এ ঘটনা শোনার পর নতুন মহামান্য লর্ড কুং ইউ সীলমোহর করতে গিয়ে ঘাড় বাঁকানো একটি কচ্ছপের ছবি দেখতে পান। নতুন লর্ড কুং ইউ এ ঘটনায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। ক্রমে ক্রমে এই অদ্ভুত ঘটনা মহামান্য রাজা জানতে পারেন। মহামান্য রাজা নতুন লর্ড কুং ইউকে এই আশ্চর্য ঘটনা সম্পর্কে জানতে চান। তাঁর জন্য সীলমোহর তৈরি করতে কেন কচ্ছপের ছবি ভেসে উঠে। রাজার এই প্রশ্নে নতুন লর্ড কুং ইউ হতবিস্ময় হয়ে চুপ করে থাকেন। একদিন কুং ইউ রাজপ্রাসাদ থেকে কাজ শেষে বাড়ীতে রওনা হতেই হঠাৎ পূর্বের ঘটনাটি মনে পড়ে। পরদিন মহামান্য রাজদরবারে লর্ড কুং ইউ পূর্বের ঘটনার কথা রাজাকে জানান।

“অনেক বছর পূর্বে আপনার দরবারে যখন নিম্নপদে কাজ করতাম, তখন এক লোক বাজার থেকে একটি কচ্ছপ কিনেন, বাড়ীতে নিয়ে রান্না করার উদ্দেশ্যে। কচ্ছপটির নিশ্চিত মৃত্যু হবে - এই কথা ভেবে - আমি টাকা দিয়ে লোকটির কাছ থেকে কচ্ছপটি কিনে নিই এবং পানিতে ছেড়ে দেই। কচ্ছপটি কেন জানি বুঝতে পেরেছিল আমি তার জীবন রক্ষা করেছি এবং পানিতে ছেড়ে দেয়ার পর কচ্ছপটি ঘাড় বাঁকা করে আমার দিকে তাকিয়ে যেন বারবার আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিল।”

“মাননীয় ধর্মাবতার, বর্তমানে আমাকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করেছেন। সীল তৈরির সময় যে কচ্ছপের ছবি বারবার ভেসে উঠে, আমার মনে হয়, আমার বর্তমান উন্নতির প্রধান কারণ উক্ত কচ্ছপের হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষার কারণে স্বর্গের দেবতাগণ খুশী হয়ে আমার জন্য আশীর্বাদ করেছেন।”

মহামান্য স্মাট রাজসভাসদগণের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, “যাঁরা ভাল কাজ করেন, স্বর্গের দেবতাগণ তাঁদের পুরস্কার এবং উন্নতির জন্য আশীর্বাদ করেন। লর্ড কুং ইউ এর ঘটনা একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন।”

‘চতুরার্যসত্যই বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র। চারি আর্যসত্যের জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাবের জন্য আমাকে ও তোমাদিগকে জন্ম হতে জন্মান্তরে ভ্রমণ করতে হয়েছে।’

- বুদ্ধ

অনেক বছর পূর্বে চেং তাং নামে একজন খুব দয়ালু এবং জ্ঞানী রাজা ছিলেন। প্রতি বছর তিনি রাজ্য ভ্রমণে বের হতেন। তাঁর প্রজাগণের সুখ-দুঃখের খবরাখবর এবং প্রজাগণের কোন অসুবিধার কথা শুনলে রাজা তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতেন।

একদিন সুন্দর এক ভোরে পাখিরা মধুর স্বরে গান গাইছিল এবং পশুরা মনের আনন্দে মাঠে বিচরণ করছিল। এমন সুন্দর সকাল সবাই উপভোগ করছিল। তাঁদের হাসি আনন্দে রাজা অত্যন্ত প্রীত ও মুগ্ধ হন। এমন সুন্দর পরিবেশে হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করেন, কিছু কিছু এলাকায়, বিভিন্ন পাখি ধরার জন্য জাল পাতা হয়েছে। ফাঁদ পাতা জালে পাখি ধরার জন্য এক পাখি শিকারী উচ্চস্বরে চীৎকার করে ডাকছে।

“আকাশের যত পাখি, যত প্রাণী,  
উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম যত পশু পাখি  
আমার জালে আয়  
একটি ও যেন না পালায়।”

সম্রাট চেং তাং লোভী এবং নির্দয় প্রকৃতির পাখিশিকারির এমন ফাঁদ পাতার ব্যবস্থা দেখে রাজা বিচলিত বোধ করেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সম্রাট ছিলেন। রাজা এই দৃশ্য দেখে শিকারিকে তার ফাঁদ পাতা জালে আটকানো পাখি ছেড়ে দিতে আদেশ দেন। শিকারি রাজার কাজে বাধা দিতে সাহস পাননি। রাজার আদেশ পেয়ে শিকারি পাখিদের আটকানো জাল থেকে ছেড়ে দেন। মহামান্য রাজা শিকারিকে আদেশ দেন, “আজ থেকে কোন পাখি ধরলে বা ভোজ করার জন্য হত্যা করলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

এরপর মহামান্য রাজা পাখিশিকারিকে কিছু ধন-রত্ন দেন এবং এই সম্পদ দিয়ে অন্য ব্যবসা - বাণিজ্য করার জন্য আদেশ দেন। উপস্থিত জনগণ রাজার প্রশংসায় ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। তাঁর রাজত্বে প্রজাগণ মহাসুখে দিন অতিবাহিত করতে লাগল।

‘আমি দেহরূপ গৃহনির্মাণকে খুঁজতে খুঁজতে বহু জন্মান্তর ধরে সংসারে ঘুরেছি, কিন্তু দেখা পাইনি। বার বার সংসারে জন্ম নেওয়া দুঃখ। হে গৃহকারক, এবার তোমাকে দেখেছি। পুনরায় তুমি গৃহনির্মাণ করতে পারবে। তোমার গৃহনির্মাণের সমস্ত উপকরণ বিনষ্ট হয়েছে। আমার চিত্ত সংস্কারমুক্ত (নির্বাণপ্রাপ্ত) এবং তৃষ্ণার ক্ষয় হয়েছে।’  
- বুদ্ধ

## হরিণ ও ছোট্ট ছেলে

মা সবুজ এবং চমৎকার বুনোফুল দ্বারা আচ্ছাদিত নদীর পাশে একটি ছোট্ট ঘর। মা তাঁর ছেলেকে নিয়ে কুড়ে ঘরে বসবাস করেন। সেদিন আকাশে চমৎকার সূর্য উঠেছে। হঠাৎ একটি শিংওয়ালা হরিণ তাদের বাড়ীর আগিনায় ঢুকে পড়ে। ছোট্ট ছেলেটি বাড়ী সংলগ্ন উঠানে খেলা করছিল। হরিণ ছেলেটির একেবারে কাছে গিয়ে আংটার মতো করে ছেলেটির গায়ে জড়ানো কাপড়ে তার শিং দিয়ে জড়িয়ে নেয়। এটি করতে দেখে ছেলেটি ভয়ে চীৎকার দেয়। ছেলের চীৎকার শুনে তার মা ঘর থেকে ছুটে এসে দেখেন, একটি হরিণ দৌড়ে পালাচ্ছে এবং হরিণটির শিংয়ের সঙ্গে শাট আটকানো অবস্থায় তার ছেলেও হরিণের সঙ্গে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ছেলের এরকম পরিণতিতে মা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ছেলেকে রক্ষার জন্য তিনি হরিণের পিছু পিছু দৌড় দেন। কিছুদূর যাওয়ার পর মা দেখেন তার ছেলে মাঠের এক জায়গায় পড়ে আছে এবং হরিণের শিংয়ের সঙ্গে আটকানো শাট খুলে গেছে। মাকে আসতে দেখে ছেলে মায়ের বুকে মুখ লুকায়। ছেলেকে পেয়ে আনন্দে মা কেঁদে ফেলেন।

মা ছেলেকে নিয়ে দ্রুত বাড়ীর দিকে রওনা দেন। বাড়ী ফিরে আশ্চর্য হয়ে দেখেন পাশের বড় গাছটি ভেসে তার বাড়ীর উপর পড়ে আছে। অতবড় গাছের নীচে পড়ে বাড়ীটি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। মোরগ এবং কুকুরটি ও গাছের নীচে পড়ে মরে আছে। এ দৃশ্য দেখে মা শিউরিয়ে উঠেন। সে সময় হরিণটির শিংগে তার ছেলের শাট আটকানো অবস্থায় বাইরে টেনে না নিলে, আজ গাছের নীচে পড়ে তাদের সবাইর মৃত্যু ঘটত।

এসময় ছেলেটির মায়ের এক বছর পূর্বের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। একটি হরিণ শিকারির তাড়া খেয়ে তার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। মা তখন রান্নার কাজেই ব্যস্ত। হঠাৎ হরিণটিকে তার ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে ছেলেটির মা ভয় পান। এসময় ঘরের বাইরে তীর ধনুক হাতে একজন লোক দেখেন। সেই লোকটিকে দেখে মা'র মনে সন্দেহ জাগে, তবে লোকটি কি হরিণকে খুঁজছে। এই কথা ভেবে মা হরিণটিকে শিকারির চোখ থেকে আড়াল করার জন্য তার পরনের কাপড় দিয়ে হরিণের শরীর ঢেকে রাখেন।

শিকারি বাড়ীর এদিক ওদিক তাকিয়ে হরিণটির কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। শিকারিকে চলে যেতে দেখে, ছেলেটির মা হরিণের গা থেকে কাপড়টি সরিয়ে নেয়। হরিণ সম্ভাব্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। হরিণ বুঝতে পারে ছেলেটির মা শিকারীর হাত থেকে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। চলে যাওয়ার সময় হরিণ মাথা নত করে



ছেলেটির মাকে কৃতজ্ঞতা জানায়।

মা এখন বুঝতে পারে হরিণ কেমন করে যেন বুঝতে পেরেছিল বাড়ীর পাশের গাছটি পড়ে গিয়ে মা এবং ছেলের ক্ষতি হতে পারে। তাই প্রতিদানে হরিণ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে মা ও ছেলেকে রক্ষা করেছে।

মা একটি প্রবাদ বাক্য স্মরণ করেন,

“কারও বিপদে যদি কেউ তাঁর জীবন রক্ষা করে,  
নিজের বিপদে ও দেবতারা তাঁকে রক্ষা করেন।”

## চামটিকার প্রতিদান

পাণ্ডা দু'হাজার বছর পূর্বে হান রাজবংশের সময়ে হুয়াইন পর্বতের উত্তরে ইয়াং নামে এক শোণক বাস করতেন। তারা পেশায় কৃষক। একমাত্র সন্তান 'পাও' কে পরিবারের সবাই আদর করেন।

যুবক পাও খুব চালাক, দয়ালু এবং উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল। স্পষ্ট দ্রুত, উজ্জ্বল দৃষ্টি এবং মাথা ভর্তি চুলের জন্য সবাই তাঁকে ভালবাসত। একদিন তাঁর পিতা নাপিতের দোকানে গিয়ে পাও এর দুটো ঝুটো রেখে মাথা ন্যাড়া করে দেন। চীনদেশে এক প্রবাদ আছে, যাঁর মাথায় দুটো ঝুট থাকে, তাঁকে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন যুবক নামে আখ্যায়িত করে থাকেন।

যুবক পাও প্রকৃতিকে ভালবাসেন। তিনি বেশীরভাগ হুয়াইন পর্বতের বনে-জংগলে একাকী কাটান। একদিন তিনি পাহাড়ের পাদদেশে খোলা জায়গায় বসে আছেন। তাঁর মাথার উপর পাখির চীৎকারের শব্দ শুনতে পান। উপর তাকিয়ে দেখেন, একটি পেঁচা ছোট একটি চামটিকা পাখি ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখে পাও চীৎকার দেয়। পাও এর চীৎকারে পেঁচা আকস্মিক ভয়ে ছোট পাখি চামটিকাকে ছেড়ে দেয় এবং পাখিটি মাটিতে ধপ করে পড়ে যায়। পাখিটি আহত হয়ে মাটিতে মরার মত পড়ে থাকে। এসময় অনেক পিঁপড়া আশে পাশে এসে পড়ে। পাও দৌড়ে গিয়ে পাখিটিকে তুলে নেয় এবং তার শরীরের উপর থেকে পিঁপড়া গুলি ঝেড়ে ফেলে। এরপর পাখিটিকে বাড়ীতে নিয়ে যায় এবং একটি বাশের খাচায় যত্ন করে পুড়ে রাখে।

সে ছোট পাখিটিকে দিনরাত সেবা গুরুত্ব দিয়ে সুস্থ করে তোলে। তারপর একদিন পাও জঙ্গলে গিয়ে পাখিটিকে ছেড়ে দেয়।

“তুমি এখন মুক্ত। শিকারি পাখি বিশেষ করে পেঁচা থেকে সাবধানে থাক।” কিছুদিন পর, এক রাতে পাও এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেন। এক শিশু হলুদ রংয়ের কাপড় পড়ে পাও'কে তার জীবন বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে। শিশুটি চারটি সাদা সবুজবর্ণ মণি-মুক্তার অলংকার পাওয়ের হাতে দেয় এবং পাওকে সম্বোধন করে বলে, “মাননীয় স্বর্গের রাণী তাঁর দূত হয়ে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। একসময় আপনি পেঁচার আক্রমণ থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন। আমার নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতিদানস্বরূপ এই মহামূল্যবান চারটি মণিমুক্তার অলংকার রাণী আপনাকে উপহার দিয়েছেন। এতে আপনার সন্তান এবং

ভবিষ্যৎ বংশধর সুখে শান্তিতে জীবন-যাপন করবেন।” যুবক পাও প্রথমে মণি-মুক্তার অলংকারগুলি নিতে রাজী হয়নি। কিন্তু স্বর্গের দূত ছোট শিশুটি অলংকারগুলি নিতে পাওকে অনুনয় বিনয় করতে থাকেন। যুবক পাও ছোট শিশুটির আবদারে মণি-মুক্তা সজ্জিত অলংকারগুলি গ্রহণ করেন। এরপর যুবক পাও এর ঘুম ভেঙ্গে যায়। যুবক পাও মোহাবিষ্ট হয়ে স্বপ্নের কথা ভাবতে থাকেন।

পরবর্তীতে পাও'র সংসারে অনেক পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। সেদিন থেকে তাঁদের ধন-সম্পদ আশ্চর্যজনক ভাবে বাড়তে থাকে এবং সবাই সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকেন।

চীনদেশে চেং নামে একজন নিম্নপদস্থ সরকারী লোক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং দয়ালু ছিলেন। যদিও তিনি সামান্য বেতনের চাকুরী করতেন, মাঝে মাঝে বাজার থেকে জীবিত মাছ ও মুরগী কিনে ছেড়ে দিতেন।

তাঁর অনেক ছেলেমেয়ে এবং নাতি-নাতনি ছিলেন। চীনদেশের পরিবারে সন্তানাদি বেশী থাকলে তাদেরকে সৌভাগ্যবান পরিবার নামে অভিহিত করা হয়। চেং কোন সময় আজো বাজে খরচ করতে পছন্দ করতেন না।

চেং এর অনেক বয়স হয়েছে, তাই সরকারী অফিস থেকে অবসর নিয়েছেন। বাড়ীতে ছেলে-মেয়ে এবং নাতি-নাতিনীদেব নিয়ে তাঁর সময় কাটে। পরিবারের কেউ প্রাণী হত্যা করেন না। বাড়ীর সবাই নিরামিষাশী ছিলেন। এর ফলে চেং এবং তাঁর পরিবারের সবাই ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। চেং এর বয়স এখন প্রায় একশত বছর। তিনি এখনও একজন পূর্ণ যুবকের মত চলাফেরা করেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ, গায়ের চামড়া টান টান, চুলগুলি কালো। এমনকি তাঁর শরীরে বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি।

একদিন চেং বাড়ীর সবাইকে ডাকেন। চেং বলেন, আমার বিগত জীবনে, আমি অনেক প্রাণীর জীবন রক্ষা করেছি। ভগবানের কৃপায় আমরা সবাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। জীবনে, আমি কোনদিন জীবহত্যা করি নাই, এজন্য তোমাদের সবাইকে নিয়ে আমি সুখী আছি। আমার কৃতকর্মের জন্য স্বর্গের রাজপ্রাসাদ হতে আমার ডাক এসেছে। তোমাদের সবাইকে আশীর্বাদ করছি। আমার উপদেশ মতো তোমরা জীবন-যাপন করবে। এতে তোমরা অনেক উন্নতি করবে। আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমার উপদেশ মনে রাখবে এবং অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। জীবনে কখনও প্রাণীহত্যা করবেনা। অন্য কাউকে হত্যা করতে দেখলে তাদের রক্ষা করতে চেষ্টা করবে।

চেং এর কথা শেষ হলে, পরিবারের সকলেই এক মধুর সঙ্গীত শুনতে পায়। তাঁরা কোনদিন এরকম সঙ্গীত শুনেনি। মধুর সংগীতের শব্দটি আকাশ হতে শোনা যায়। কিন্তু আকাশে কিছুই দেখা যায় না। পরিবারের লোকজন উপরে তাকিয়ে আছেন এবং হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে দেখেন, স্বর্গ হতে পাঠানো এক স্বর্ণকারুকার্যময় চেয়ারে চেং বসে আছেন। ঘরের মধ্যে চেং নেই। তাঁর সমস্ত শরীর স্বর্গীয় আভায় দিগ্ভ্রম। তিনি অর্হৎ প্রাপ্ত হয়ে তুষিত স্বর্গে চলে যান। পরিবারের লোকেরা অর্হৎ চেং এর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন এবং সবাই দীর্ঘজীবন লাভ করে সুখে ও শান্তিতে বাস করতে থাকেন।

‘কর্মই আমার সুস্থ, কর্মই আমার উত্তরাধিকারী,  
কর্মই আমার গতি, কর্মই আমার বন্ধু,  
কর্মই আমার আশ্রয়, কল্যাণ বা পাপ, যে কর্মই  
আমি করি সেটির উত্তরাধিকারী হবো।’

- বুদ্ধ

টানদেশের এক মন্দিরে একজন ভিক্ষু বাস করেন। পূর্বে তাঁর পরিবারের লোকজন অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। ওয়াং ছোটবেলা থেকে অন্য মনস্ক ছিলেন। পাহাড়ের জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো তাঁর শখ। তিনি চুপচাপ থাকতে ভালবাসেন। ওয়াং মনে মনে স্থির করেন, তিনি সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হবেন না। সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করবেন। যেই কথা সেই কাজ। পিতাকে তাঁর মনস্কামনার কথা প্রকাশ করেন। পিতা ছেলের অভিপ্রায়ে খুশী হন। শুভদিন দেখে, মন্দিরে গিয়ে ওয়াং শ্রমণদীক্ষা গ্রহণ করেন। ধর্মগুরু নতুন শ্রমণকে হলুদ পোশাক পরিয়ে দেন এবং হাতে ভিক্ষাপাত্র তুলে দেন। নতুন শ্রমণের জন্য তাঁর আত্মীয়স্বজন প্রতিদিন পালা করে মন্দিরে সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আসেন। নতুন শ্রমণ শুধুমাত্র নিরামিষাশী খাবার গ্রহণ করেন।

তিনি সব সময় ধর্ম বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং ধর্মদেশনা দেন। অনেক বছর পার হয়। শ্রমণ এখন তিষ্য ভিক্ষু নামে অভিষিক্ত হয়েছেন। তাঁর প্রজ্ঞা এবং ধর্মজ্ঞান এখন লোকের মুখে মুখে। ধর্মদেশনায় তিনি সব সময় প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দেন। তিনি অনেক বছর ধ্যান-সাধনায় অতিবাহিত করেন। একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন, স্বর্গ হতে স্বর্গরথে চড়ে একজন দেবতা তাঁকে বন্দনা জানিয়ে তিষ্য ভিক্ষুকে স্বর্গরথে চড়ে স্বর্গে যাবার জন্য আহ্বান জানান। কিছুক্ষণ পর তিষ্য ভিক্ষুর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাঁর শরীর এক মধুর আনন্দে শিহরিত হয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এত সুখ শান্তি আজ তাঁর সমস্ত শরীরে আন্দোলিত হচ্ছে। তিনি ভাবেন, তবে কি এটাই নির্বাণ সুখ। মনের অজান্তে তাঁর কোমল হৃদয়ে স্বর্গীয় সুখ অনুভূত হয়। তার মানসপটে গৌতম বুদ্ধের বানী প্রতিদ্বন্দিত হয়।

বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি  
ধম্মং শরনং গচ্ছামি  
সংঘং শরনং গচ্ছামি

এরপর তিনি অর্হৎ প্রাপ্ত লাভ করেন। তিনি অনেক বছর ধর্মদেশনা দিয়ে নির্বাণ লাভ করেন।

‘বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, দেবতা, মানুষ ও সকল স্বতন্ত্রের কল্যাণের জন্য তোমরা দিকে দিকে ধর্মপ্রচার কর - যার আদিত্তে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং পর্যবসানে বা অন্তে কল্যাণ। অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত ও সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত ধর্ম প্রচার কর।’

- বুদ্ধ

প্রভু ইয়ং মিন এর প্রকৃত নাম ইয়েংসু। সে দেশের রাজা ইয়েনসু'কে 'চিহা চিহুয়া' উপাধিতে ভূষিত করেন, যাঁর অর্থ, তিনি একজন প্রকৃত ধার্মিক। দেশের অনেক লোক তাঁকে 'প্রভু ইয়ংমিন' নামে ডাকেন। এক মন্দিরে অনেক দিন যাবত তিনি বসবাস করছেন। এই মন্দিরে আসার আগে তিনি তাঁর পিতা-মাতার সঙ্গে থাকতেন। তখন তাঁর বয়স ছিল বিশ। তিনি রাজ কোষাগারে হিসাব নিকাশের কাজ পেয়েছিলেন। কাজ শেষে যখন তিনি বাড়ী ফিরতেন, রাস্তার পাশে দোকানে জীবিত মাছ বিক্রী করতে দেখতেন। তিনি মনে মনে খুব দুঃখ পেতেন, জ্যাস্ত বিভিন্ন প্রজাতির মাছগুলির করুণ পরিণতির কথা ভেবে। মাঝে মধ্যে নিজের টাকায় দোকান হতে মাছ কিনে কাছাকাছি পুকুর বা জলাশয়ে ছেড়ে দিতেন। নিজের টাকা ফুরিয়ে গেলে, রাজকীয় কোষাগারের টাকা নিয়ে তিনি এই কাজ করতেন। এক দিন রাজকীয় কোষাগার হতে টাকা খরচ করার কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে তিনি চুরির দায়ে অভিযুক্ত হন। রাজকীয় কোষাগার হতে টাকা চুরি সে দেশের আইনে মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য হত। যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। চুরির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে, তাকে রাজ কারাগারে প্রেরণ করা হয়। বিচারক শুওন আশ্চর্যান্বিত হন, জ্যাস্ত মাছের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ইয়াংসু রাজকোষাগার হতে টাকা চুরি করেছেন। আশ্চর্য! নিজের প্রয়োজনে টাকা খরচ না করে মাছের প্রাণ রক্ষার জন্য টাকা চুরি। ইয়াংসু সত্যিই একজন বোকা। শেষ পর্যন্ত বিচারে ইয়াংসুর মৃত্যুদণ্ড হয়। তখনকার দিনে প্রজাদের উপস্থিতিতে উন্মুক্ত স্থানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হত। যথাসময়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য ইয়াংসুকে আনা হয়। সেই দেশের রাজা ইয়াংসু'কে ধার্মিক ও সৎ লোক বলে জানতেন। রাজা বলেন, “বাজার থেকে জ্যাস্ত মাছ কিনে ইয়াংসু পুকুরে ছেড়ে দিতেন। হতে পারে, ইয়াংসু সরকারী রাজস্ব টাকা তহরুপ করে এই কাজ করেছে, তাই অপরাধী। কিন্তু উক্ত টাকা তিনি নিজের জন্য ব্যয় করেনি।”

রাজা আদেশ করেন, ইয়াংসু এর প্রাণদন্ড দেয়ার পূর্বে তাঁর কোন কথা বলার থাকলে যেন সুযোগ দেয়া হয়। জল্লাদ ইয়াংসু'র মাথা দ্বিখন্ডিত করার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন ভয় এর চিহ্ন নাই। বরং ইয়াংসু'কে খুব প্রফুল্ল এবং হাসিখুশি দেখাচ্ছে। জল্লাদ এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়। জল্লাদ বিনীতভাবে ইয়াংসু'কে জিজ্ঞেস করে, এ পর্যন্ত আমি যত লোকের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি, তারা জল্লাদখানায় নেয়ার পূর্ব মুহর্তে মৃত্যু যন্ত্রনায় অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ত এবং ভয়ংকর চীৎকার করত। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব



মুহূর্তেও আপনার মন প্রশান্তিতে পূর্ণ। কোন মৃত্যু চিন্তা আপনাকে প্রভাবিত করেনি। কিভাবে আপনার মনে এত প্রশান্তি। ইয়াংসু শান্তভাবে বলেন, ‘ আমি সরকারি অর্থ নিয়েছি। সেই টাকা আমি নিজের জন্য ব্যয় করিনি। আমি বাজার থেকে জ্যান্ত মাছ কিনে পুকুরে ছেড়ে দিয়ে ওদের প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম। কাজেই আমার ভয় হবে কেন। যখন আপনি আমার মাথা দ্বিখন্ডিত করবেন, আমি তখন পবিত্র স্বর্গে চলে যাব, যেখানে স্বর্গের দেবতারা থাকেন। ইহা কি আমার জন্য আনন্দ ও প্রশান্তির নয়?”

তাঁর কথা শোনে রাজকর্মচারীগণ বুঝতে পারেন, ইয়াংসু সত্যিই একজন সৎ ও ধার্মিক লোক। তাঁর সততা, শান্তভাব এবং নির্ভীকতায় উপস্থিত সবাই আশ্চর্যান্বিত হন। তাঁরা ইয়াংসু এর প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্ত হন। এই ঘটনা দূত মারফৎ রাজার নিকট পৌঁছানো হয় এবং ইয়াংসু’র প্রাণভিক্ষার জন্য মহামান্য রাজাকে অনুরোধ করেন। রাজা ইয়াংসু’র জন্য প্রাণভিক্ষার আদেশ দেন।

এ ঘটনার অনেক পরে ইয়াংসু’র বয়স যখন ৩০ বছর, তিনি শ্রমণ দীক্ষা নেন। পরবর্তীতে ধ্যান সাধনা করে তিনি অর্হৎ হয়েছিলেন।

## নিষ্ঠুর কৃষকের নির্মমতার ফল

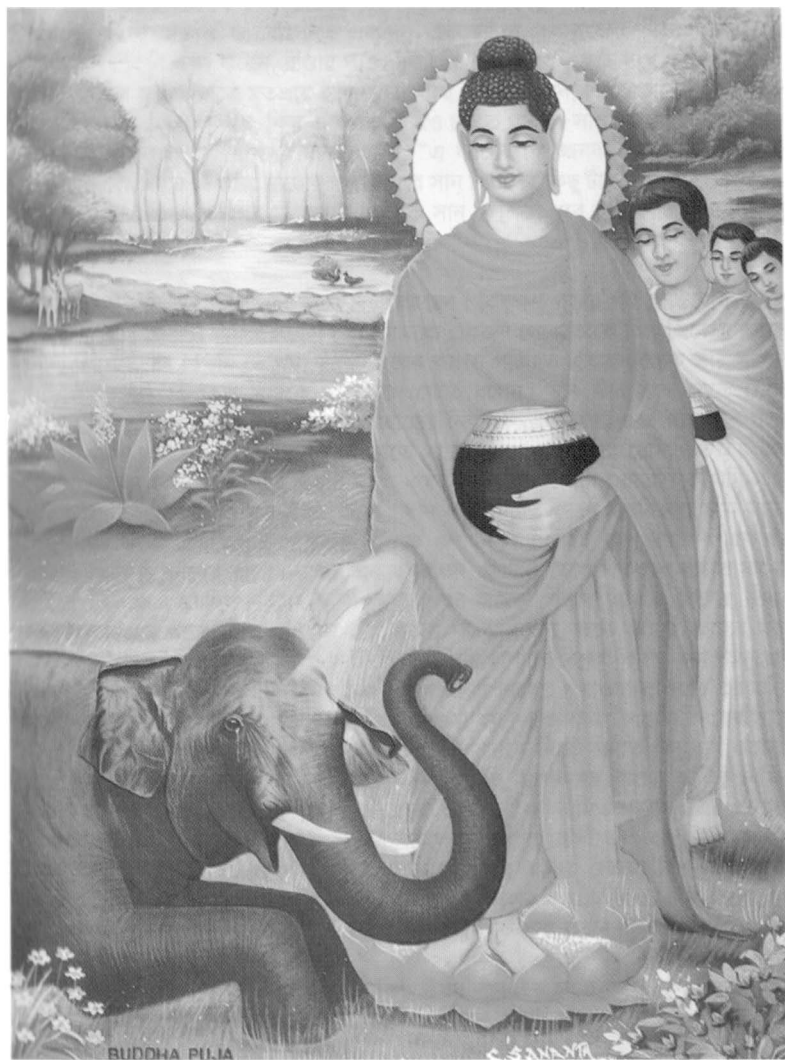
চীনদেশে টাং রাজত্বে এক গ্রামে একজন নিষ্ঠুর কৃষক বাস করতো। চাষাবাদ করে তাদের পরিবারের ভরণ-পোষন হতো। মা-বাবা, দুই ভাই নিয়ে তাদের সংসার। একদিন দুপুরবেলা কৃষক মাঠে গিয়ে দেখে, প্রতিবেশীর একটি ষাঁড় তার ক্ষেতে ঢুকে অনেক ফসল খেয়ে ফেলেছে এবং অনেক গাছ পায়ে মেড়ে নষ্ট করে দিয়েছে। কৃষক এতে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। কৃষক কোমড় থেকে ছোরা বের করে ষাঁড়কে ধরতে যায় এবং চীৎকার করে বলতে থাকে, “আমার ফসল খেয়েছিস, দেখাচ্ছি মজা। তোকে হত্যা করবনা, শুধু তোর জিহ্বা কেটে ফেলবো।” সঙ্গে সঙ্গে চাকু দিয়ে ষাঁড়টির জিহ্বা কেটে ফেলে। কি নির্মম দৃশ্য! জিহ্বা কাটার সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়ের মুখ দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরতে থাকে। একসময় ষাঁড়টির করুণ মৃত্যু হয়।

এই ঘটনার অনেকদিন অতিবাহিত হয়। যথাসময়ে কৃষক বিবাহ করেন। সে এখন দুই সন্তানের পিতা। কিন্তু তার সন্তান দুজন কথা বলতে পারেনা। জন্ম থেকেই বোবা। অনেক ডাক্তার, কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করেও ভাল হয়নি।

একদিন গভীর রাতে কৃষক স্বপ্ন দেখে, ফসল খাওয়ার অপরাধে একটি ষাঁড়ের জিহ্বা সে কেটে ফেলছে এবং ষাঁড়ের মুখ দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরছে। এদৃশ্য দেখে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভাঙ্গার পর কৃষকের মনে পড়ে, বহু বছর পূর্বে তার ফসল নষ্ট করার অপরাধে সেও এমনি করে একটি ষাঁড়ের জিহ্বা কেটে ফেলেছিল। কৃষক দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে, “তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ তার ছেলে ভোগ করছে। কর্মফল অবশ্যম্ভাবী। এর থেকে কারও নিস্তার নাই।”

‘পচা নালা বা নন্দনায় যে সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হইয়া থাকে, যদি কোন পুণ্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি আহারের পর উচ্ছিষ্ট খালা দৌত করিয়া সেই নন্দনায় নিক্ষেপপূর্বক কামনা করে যে  
-এই প্রাণীগণ আমার নিক্ষিপ্ত এই উচ্ছিষ্ট খাদ্য খাইয়া  
জীবন যাপন করুক - ইহাতেও পুণ্য সঞ্চয় হয়।’

- বুদ্ধ



BUDDHA PILA

S. S. S. S. S.

## ড্রাগন রাজার ছেলে

সান নামে একজন বয়স্ক গ্রাম-ডাক্তার ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু। বিশেষ করে পশু-পাখিদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। একদিন এক সুন্দর সকালবেলা তিনি ধীরে ধীরে হাঁটাছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন, রাস্তার পাশে দুই শিশু লাঠি দিয়ে একটি সাপ ধরতে চাইছে। সাপটি লাঠির মূদু আঘাতে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে আছে। সান ভাবেন, শিশুরা যদিও খেলাচ্ছলে সাপটিকে লাঠি দিয়ে দেখছে, কিন্তু এ অবস্থা আরও চলতে থাকলে সাপটির মৃত্যু হতে পারে। সান কিছু ধমকের সুরে শিশুদের মানা করেন, “এ ধরনের বিপজ্জনক খেলা করনা।” কিন্তু গার কথা কে শোনে। শিশুরা নাছোরবান্দা। পরে সান শিশুদের কিছু টাকা দেয়। এতে শিশুরা শুষা হয়ে চলে যায়। তারপর মৃতপ্রায় সাপটিকে সান কৌশলে ধরে কাছাকাছি পুকুরে ছেড়ে দেয়।

একদিন, সান নিজের পড়াশুনার কাজে ব্যস্ত আছেন। কিছুক্ষণ পড়ার পর ক্লান্তিবোধ করলে ওশ্রাচ্ছন্ন হয়ে চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের মধ্যে একজন লোক তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি জেগে উঠেন। তিনি দেখেন, সবুজ রংয়ের কাপড় পরিহিত একজন লোক তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। লোকটি সানকে তাঁর সঙ্গে যেতে বলেন। সান তাঁর সঙ্গে যেতে যেতে দেখেন, অনেকক্ষণ হাঁটার পর লোকটি পাহাড়ের নিকট গিয়ে দাঁড়ায় এবং পাহাড়ের গায়ে একটি পাথর সরিয়ে নিয়ে গুহার ভিতর যেতে থাকে। সান এর শরীর রোমাঞ্চিত হয় এক অজানা ভয়ে। কিন্তু একি! এই গুহার মধ্যে এক বিরাট রাজপ্রাসাদ। চারিদিকে মনি-মুক্তা পরিপাটি করে সাজানো। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সান এত ধনরত্ন দেখে হতবিস্মল হয়ে যান। কিছুক্ষনের মধ্যে এক অদ্ভুত লোককে আসতে দেখেন সান। এই সাপ রাজ্যের একচ্ছত্র রাজা। তিনি ড্রাগনদের রাজা। রাজা সানকে বলেন, আমার ছেলে গতকাল রাজপ্রাসাদের গাইরে খেলতে গিয়েছিল। হঠাৎ দুটি অবুঝ শিশুর সামনে পড়ায় আমার ছেলের জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল। যদি আপনি এসময় না আসতেন, তবে আমার ছেলের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল। সম্মানিত অতিথি সানকে তাঁর রাজপ্রাসাদে বিশ্রাম করার জন্য অনুরোধ করেন। অতিথির সম্মানে রাতে ধুমধামের সহিত খানাপিনা হয়। খাওয়া-দাওয়ার পর মণি-মুক্তা ও হীরার তৈরী উপহার সামগ্রী সানকে দেওয়া হয়। এত দামী উপহার বিনয়ের সাথে সান ফিরিয়ে দেন। রাজা ড্রাগন উপহার সামগ্রীগুলি সানকে নিতে বিনীত অনুরোধ করেন। রাজা ড্রাগন এর বদান্যতায় সান বলেন, “আমি শুনেছি, ড্রাগনদের রাজ্যে স্ফটিক নির্মিত একটি প্রাসাদ আছে। আমার মনে হয়, এই স্থানটিই ‘স্ফটিক’ নির্মিত প্রাসাদ। এই প্রাসাদে নিশ্চয়কর কিছু ঔষধ আছে, যেগুলি সেবন করলে দুরারোগ্য রোগী ভাল হয়। যদি আপনি দয়া করে অত্যাশ্চর্য কিছু ঔষধ আমাকে দেন, তা দিয়ে আমার দেশের বিপন্ন রোগীদের চিকিৎসা নিরাময়ে কাজে লাগাতে পারি। আপনি যখন উপহার সামগ্রী দিতেই চান, তবে রোগ নিরাময়ের এই জাতীয় কয়েক প্রকার ঔষধ দিয়ে আমাকে ধন্য করুন।”

রাজা ড্রাগন সঙ্গে সঙ্গে সবুজবর্ণ মণিযুক্ত কিছু ঔষধ সান এর হাতে তুলে দেন। সান দেশে ফিরে অনেক রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে রোগ নিরাময়ে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে অনেক লোক অকাল মৃত্যু হতে রক্ষা পায়।

কিছুদিন পূর্বে অল্প বয়সে এক বালক শ্রমণ-দীক্ষা নেন। চীনদেশে নতুন দীক্ষাপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীদের সামি নামে অভিহিত করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মে সুপণ্ডিত এমন একজন ভিক্ষুর তত্ত্বাবধানে সামি ধর্ম শিক্ষায় পড়া শুরু করেন। গুরুর কথা মন দিয়ে শুনে। শান্ত স্বভাব, সুন্দর ব্যবহার প্রমাণ করে সামি গুরুর উপযুক্ত শিষ্যই বটে। শিষ্য খুবই অমায়িক এবং বিশৃঙ্খল। ভিক্ষুর সানিধ্যে থেকে শ্রমণ শিক্ষা-দীক্ষায় খুব দ্রুত উন্নতি করতে থাকেন।

পণ্ডিত ভিক্ষু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু কিছু ঘটনা বলতে পারতেন। তিনি জানতেন, তার শিষ্য সামি আর বেশীদিন বাঁচবেনা। তিনি গণনা করে দেখেন, তাঁর আয়ু আর মাত্র সাত দিন আছে। গুরু ভীষণ চিন্তিত এই ভবিষ্যৎবাণী দেখে। একদিন সানিকে ডেকে গুরু বলেন, “সামি, অনেকদিন তোমার মাকে দেখনি। এক সপ্তাহের জন্য ছুটি দিচ্ছি। বাড়ীতে গিয়ে তোমার বৃদ্ধা মা’র সঙ্গে দেখা কর। তোমার মায়ের সেবা- শুশ্রূষা কর। স্নেহময়ী মায়ের দেখাশুনা করা প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য। মা তোমাকে দেখলে খুশী হবেন।”

ভিক্ষু সামি’কে বাড়ীতে তাঁর মায়ের নিকট পাঠাতে চান। এ সময় আত্মীয়-স্বজনের সংস্পর্শে থেকে মৃত্যু হওয়া ভাল বৈকি। শিষ্য চলে যাবার পর ভিক্ষুর মন বেদনাক্লিষ্ট। শিষ্যের পরিণতির কথা ভেবে ভিক্ষু মুষড়ে পড়েন। সাতদিন পর শিষ্য গুরুর নিকট ফিরে আসেন। গুরুকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর কুশলাদি জানতে চান। শিষ্যকে পেয়ে গুরু অত্যন্ত আনন্দিত হন। আবার ঘটনার আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন, কেননা এসময় সামির বেঁচে থাকা এক অলৌকিক ব্যাপার। ভিক্ষু সামির কাছে জানতে চান বাড়ীতে কিভাবে তিনি সময় কাটিয়েছেন। ভিক্ষু সামি’কে বলেন, “বৎস, অনেক সময় আমি ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছি। যেসব ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম, সবই সঠিক ছিল। আমার কোন সময় ভুল হয় নাই। সাতদিনের মধ্যে তোমার মৃত্যু ঘটত জেনে, তোমাকে তোমার মায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সাতদিন তোমার পার হয়েছে। কিন্তু তুমি বেঁচে আছ। তোমাকে আরও প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে। মৃত্যুর বিপদ তোমার বিদূরিত হয়েছে। তার মৃত্যু কিভাবে খন্ডন হয়েছে তা জানতে পণ্ডিত ভিক্ষু ধ্যানে নিমগ্ন হন। তাঁর ধ্যান গভীর থেকে গভীরতর হয়। একসময় তিনি বুঝতে পারেন শ্রমণ সামি’র আসলে কি ঘটেছিল।

ভিক্ষু সামি'কে বলেন, “বৎস, তোমার বাড়ীতে যাবার পথে কিছু পিপঁড়া বিপদে পড়েছিল এবং তুমি তাদের রক্ষা করেছিলে। নয় কি?” সামি বলেন, “হ্যা গুরুদেব, বাড়ী যাবার সময়, আমি দেখি রাস্তার পাশে একদল পিপঁড়া তাদের যাত্রাপথে পানির মধ্যে পড়ে প্রায় মারা যাচ্ছিল। এ সময় একটি কাঠ সংগ্রহ করে পানি হতে পিপড়াদের উদ্ধার করি।”

ভিক্ষু বলেন, “এই কাজ করেছ বলেই তোমার আয়ু অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।” পণ্ডিত ভিক্ষু আরো বলেন, “মৃত্যুমুখে পতিত প্রাণীর প্রাণ বাঁচালে, পূণ্য প্রভাবে আয়ু সংস্কার বৃদ্ধি হয়। দেবতাগণ বিপদে আপদে রক্ষা করেন। তুমি অনেক পিপঁড়ার প্রাণ বাঁচিয়েছ, তাই তোমার অনেক বছর আয়ু বেড়েছে। তুমি অনেকদিন বাঁচবে।”

ভিক্ষু বলেন, “তোমার ভবিষ্যৎ এখন উজ্জ্বল। কিন্তু তোমাকে আরও অনেক প্রাণীর প্রাণ রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে।”

আড়াই হাজার বছর পূর্বে চান নামে একজন বিজ্ঞ লোক বাস করেন। তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করেন। চান খুবই করিৎকর্মা লোক ছিলেন। চীনের অনেকে এখনও তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে শ্রদ্ধা করেন। তিনি সব সময় গরীব জনগণকে সাহায্য করেন এবং কারও বিপদে সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। তিনি ভাল কাজে সবাইকে উৎসাহ দিতেন।

একদিন তাঁর এক বন্ধু জীবিত কিছু মাছ উপহার হিসাবে জু চাংএর বাড়ীতে পাঠান। মাছগুলি দেখতে খুবই আকর্ষণীয়। খাওয়ার সময় খুব সুঃস্বাদু হবে। জু চাং আন্তরিকভাবে উপহারগুলি গ্রহণ করেন কারণ, তাঁর বিশেষ বন্ধু এই মাছগুলি তাঁর জন্য পাঠিয়েছেন। জু চাং তাঁর চাকরকে ডেকে মাছগুলিকে পুকুরে ছেড়ে দিতে বলেন। চাকর জু চাংকে বলেন, “শ্রদ্ধ, উপহারের মাছগুলি অত্যন্ত দামী এবং এগুলি যদি পুকুরে ছেড়ে দিই, আপনার বন্ধু জানতে পারলে মনক্ষুন্ন হবেন। তাই এগুলি রান্নার উপযুক্ত সময় এখনই।”

চাকরের কথায় জু চাং মুদু হাসেন। আমি তোমার মনিব। তুমি যা বললে তা করতে গেলে আমার পাপ হবে। শুধু মুখের স্বাদের জন্য, এই নিরীহ প্রাণীদের আমি কিভাবে হত্যা করতে পারি। আমি কখনো একাজ করতে পারিনা।

চাকর মনিবের কথা পালন করার জন্য মাছগুলিকে পুকুরে ছেড়ে দেয়। চাকর তখন মাছগুলির উদ্দেশ্যে বলে, “তোমরা খুবই ভাগ্যবান মাছ, আমার মনিব ছাড়া যদি অন্য কারও হাতে পড়তে, তবে এতক্ষণ তোমাদের ভাগ্যে নির্ঘাত মৃত্যু হতো।”

বুদ্ধ পাঁচ প্রকার। (সম্যক সম্বুদ্ধ, প্রত্যেক (পচেচক) বুদ্ধ,  
অগ্রমহাশ্রাবক বুদ্ধ, মহাশ্রাবক বুদ্ধ এবং শ্রাবক বুদ্ধ)  
ত্রিবিধ তিন প্রকার। (পরিয়ত্তি, পটিপত্তি, পটিবেধ)  
ত্রিলক্ষণ। (অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম)



পাহাড়ের কোল ঘেষে এক সুন্দর গ্রাম। পাশ দিয়ে একটি ছোট নদী বয়ে গেছে অনেক দূর। প্রকৃতি যেন অপবুপ সাজে সাজিয়েছে এখানে। পাহাড়ের ওপাশে গভীর বন-জঙ্গল। সময় ভোর সকাল। কিন্তু জঙ্গলে এখনও আবছা অন্ধকার। ধীরে ধীরে পূর্বাকাশে সূর্যের পাল আভা দেখা দেয়। এক উজ্জল আভায় পাহাড়ের চূড়া চিক্ চিক্ করছে। কল কল শব্দে নদীর পানি বয়ে যাচ্ছে। চার দিকে এক শান্ত সকাল মনকে প্রফুল্ল করে।

তীর ধনুক হাতে এক শিকারি হঠাৎ এই সাত-সকালে নদী পার হয়। তীরে পৌছে সে এদিক ওদিক কি যেন খুঁজতে থাকে। লোকটির মুখ একটু চ্যাপটা, চোখগুলিও বড়। লোকটির চোখের দ্রুপ যেন একটি তরবারি এবং চোখ দুটি যেন জ্যাক্ত বাঘের চোখ। তার মাথায় পাগড়ী বাঁধা। এমুহূর্তে লোকটি খুবই অশান্ত ও অস্থির। সে যে শিকারি তার বেশভূষায় বুঝা যায়। কিছুক্ষণ পূর্বে লোকটি এক বাচ্চা হরিণকে তীর ছুঁড়ে মেরেছে। লোকটি নিশ্চিত, বাচ্চা হরিণটির গায়ে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু হরিণটি যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। হঠাৎ সে আবিষ্কার করে, অদূরে ঝেপের মধ্যে তীরবিদ্ধ অবস্থায় বাচ্চা হরিণ পড়ে আছে। তীর বিদ্ধ স্থানে রক্ত ঝরছে। এসময় একটি বড় হরিণ (সম্ভবতঃ বাচ্চা হরিণের মা) ক্ষতস্থানে জিভ দিয়ে লেহন করছে এবং মা হরিণটির চোখ বেয়ে পানি ঝরছে। লোকটি এসময় বাচ্চা হরিণকে আহত অবস্থায় দেখতে পেয়ে খুব খুশী হয়। তার শিকারে শেষ পর্যন্ত হরিণটি ঘায়েল হয়েছে। লোকটি বাচ্চা হরিণকে ধরার জন্য আরো কাছে আসে। শিকারিকে কাছে আসতে দেখেও মা হরিণ ভয়ে পালিয়ে যায়নি। লোকটি আশ্চর্যান্বিত হয়। এমন দৃশ্য শিকারি কল্পনাও করেনি। লোকটি দেখে, মা-হরিণ হঠাৎ বাচ্চা হরিণ এর পাশে লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিতে থাকে। একসময় মা-হরিণটির প্রাণদেহ স্থির হয়ে যায়। বাচ্চা হরিণটির পাশে শেষ পর্যন্ত মা হরিণের মৃত্যু হয়। এমন অভাবনীয় দৃশ্য লোকটির পাষণ হৃদয় হাহাকার করে উঠে।

লোকটি নিজের মনকে প্রশ্ন করে, এ আমি কি করলাম ! সন্তানের মৃত্যুতে মায়ের এমন আত্মহুতি! হোক না সে অবুঝ প্রাণী। লোকটি নিজের মনকে বোঝাতে পারে না। শিকারির ধনুকের তীরে বাচ্চা হরিণের মৃত্যু হয়েছে। মা হরিণ এই করুণ পরিণতি সহ্য করতে না পেরে সন্তানের পাশে মৃত্যুবরণ করে। কি জঘন্য আমার মন। লোকটি নিজের মনকে ধিক্কার দেয়। সে প্রতিজ্ঞা করে, আজ থেকে আমি আর কোনদিন শিকার করবনা। লোকটি তার তীর ধনুক দূরে ছুড়ে ফেলে দেয় এবং পাহাড়ের দিকে চলে যায়। লোকটি ঘর-সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয় এবং ধ্যান-সাধনা করে লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারী হন।

## সন্ন্যাসীর কোলে ছোট পাখি

অনেক অনেক বছর পূর্বে এক সন্ন্যাসী জঙ্গলে একাকী বাস করেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। জ্ঞাতসারে তিনি কখনও কোন প্রাণী বা কীট-পতঙ্গ হত্যা করেননি। তিনি বনের মধ্যে গাছের নীচে বসে ধ্যান সাধনা করেন এবং রাতে তাঁর ছোট কুটিরে থাকেন। একদিন সন্ন্যাসী একটি গাছের নীচে ধ্যানমগ্ন আছেন। একসময় তিনি অনুভব করেন, তাঁর কোলে যেন একটু ঠান্ডা বাতাস বইছে। তিনি চোখ খুলে দেখেন, একটি ছোট পাখি তাঁর কোলে বসে আছে। পাখিটির কোন ডর ভয় নেই। পাখিটি যেন একটি গাছের ডালে নির্ভয়ে বসে আছে। সন্ন্যাসী মৃদু হেঁসে অমিতাভ বুদ্ধের কথা স্মরণ করে বলেন, ‘আপনি ভেবেছেন, আমার কোলেই আপনার ধ্যানের উপযুক্ত স্থান। খুব ভাল।’ পাখিটি সত্যি সত্যিই সন্ন্যাসীর কোলে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে। পাখির ঘুমের যেন ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য সন্ন্যাসী সতর্ক থাকেন এবং তিনিও ধীরে ধীরে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হন।

অনেকক্ষণ পর সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ হয়। তিনি চোখ খুলে দেখেন, পাখিটি তখনও ঘুমিয়ে আছে। তিনি চুপ করে বসে থাকেন। নড়াচড়া করলে হয়তো পাখিটির ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে। আরও কিছুক্ষণ পর ছোট পাখিটি জেগে উঠে। পাখা ঝাপটায় দু-তিন বার। শরীর গা ঝাড়া দেয় এবং পরে সন্ন্যাসীর কোল ছেড়ে উড়ে যায়। সন্ন্যাসী পাখিটির গমন পথের দিকে একদৃষ্টি চেয়ে থাকেন। এরপর তিনিও ধীরে ধীরে সেই স্থান ত্যাগ করেন।

‘স্মৃতির একাগ্রতা বৃদ্ধিতে পুনঃ পুনঃ আসবক্ষয়ের চরম শিখরে  
(পরম সুখের রাজ্যে) আগমন করা যায়।’

- বুদ্ধ

শক্তিশালী মনে হলেও রাজা ড্রাগন ধার্মিক ছিলেন। চু রাজা ড্রাগনকে চিনতে একটুও ভুল করেননি।

সম্মানিত অতিথি চু এর সঙ্গে ভোজনপর্ব চলে। রাজা ড্রাগন চু'কে অভিবাদন জানিয়ে বলেন, 'আমার এক ছেলে ছদ্মবেশে মাছ রূপ ধারণ করে নদীতে খেলা করছিল। এক জেলে বরশী দিয়ে মাছ ধরার সময় মৎস্যরূপী আমার ছেলেও ধরা পড়ে। বাজারে গিয়ে বিক্রী করার পথে আপনি মৎস্যরূপী আমার ছেলেকে উদ্ধার করে পানিতে ছেড়ে দেন। এতে আমার ছেলে প্রাণে রক্ষা পায়। সেজন্য আমি আপনার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।'।

সত্যি কথা বলতে কি আপনার এখন অনেক বয়স। মৎস্যরূপী আমার ছেলেকে আপনি প্রাণে রক্ষা করেছেন। এজন্য আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বৃদ্ধ চু রাজা ড্রাগন এর মহানুভবতায় অত্যন্ত খুশী হন। চু বলেন, 'আপনার মহত্ত্ব ও বদান্যতা আমার চিরদিন স্মরণ থাকবে। ভবিষ্যতে আমি আরও ভাল কাজ করার জন্য সচেষ্ট থাকব।'

বৃদ্ধ চু আরও অনেক বছর বেঁচেছিলেন এবং মৃত্যুর পর ভালকাজ করার জন্য তিনি স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন।

চীনের চেকইয়াং প্রদেশের অনেক এলাকা নিয়ে ‘তিয়েনতাই’ পাহাড় অবস্থিত। পাহাড়ের চারিদিকে সবুজ গাছপালা। উঁচু জায়গায় লাল পোড়া মাটি। পাহাড়টি খুবই আকর্ষণীয়। লোকেরা যখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে, প্রকৃতির এক অপরূপ দৃশ্য চোখে পড়ে।

অনেক বিখ্যাত মন্দির পাহাড়ের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, যেগুলো হাজার বছর পূর্বে তৈরী হয়েছিল। বড় মন্দিরটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। মন্দিরের প্রধান সন্ন্যাসীর নাম ‘চিহি’। বিগত ৬০ বছর যাবত তিনি এখানে আছেন। তিনি যশস্বি পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরূপে সর্বজন পরিচিত। দেশের সম্রাট তাঁকে ‘জ্ঞানী প্রভু’ উপাধিতে ভূষিত করেন। একদিন ধর্মগুরু চিহি ভাবেন, এখানকার লোকজন খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির। জীবিত প্রাণী বধ করতে তাদের হাত কাঁপেনা। বিভিন্ন পাখী ও বন্য জন্তু হত্যা করা তাদের নেশায় পরিণত হয়েছে।

একদিন একদল লোক অনেক পাখি ও বন্য প্রাণী শিকার করে। পাহাড়ের গায়ে খানা-পিনার আয়োজন হয়। নাচ-গান-বাদ্য বাজিয়ে আনন্দে হৈ-হুল্লাড় করে সারা রাত সবাই আমোদ ফুর্তিতে মেতে উঠে। ধর্মগুরু চিহি চিন্তা করেন, ওরা পাপ কাজ করছে। এইসব নির্বোধ ও নিষ্ঠুর লোকদের কিছু করা দরকার।

কিছু কি করা যায়। বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর নিজের কোন টাকা-পয়সা নাই। একমাত্র ভিক্ষানু তাঁদের জীবন নির্বাহ হয়। একটি কাজ করার উদ্দেশ্যে টাকা দান করার জন্য লোকদের নিকট তিনি অনুরোধ করেন। এভাবে তিনি কিছু টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। এই টাকা দিয়ে তিনি কিছু জমি কিনেন। জমির মাটি কাটার জন্য তিনি শ্রমিক নিয়োগ করেন। মাটি কেটে জায়গাটিতে একটি পুকুর তৈরী হবে। সন্ন্যাসীর কাণ্ড দেখে লোকেরা বলাবলি করতে থাকেন, “সন্ন্যাসী বোধহয় মাছ চাষ করবেন। এতে অনেকে হাসাহাসি করেন।” লোকদের কথায় সন্ন্যাসী বিচলিত বোধ না করে আপন মনে কাজ চালিয়ে যান। কাজের ফাঁকে ফাঁকে শ্রমিকদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেন। পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম সূত্রগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, “সমস্ত প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধের গুণাগুণ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পিঁপড়া, মাছ, কাঁকড়া যেকোন প্রাণী জন্ম-জন্মান্তর সাধনায়

বুদ্ধ হতে পারেন। যদি কোন বন্যজন্তু দ্বারা কোন লোকের মৃত্যু হয়, আমরা খুবই দুঃখ প্রকাশ করি এবং তার অকাল মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হই। অন্যদিকে যখন লোকেরা মাছ বা কোন প্রাণী হত্যা করে, তাতে সগোত্র প্রাণীদের মধ্যেও আক্রান্ত প্রাণীর জন্য শোক, দুঃখ-বেদনা অনুভব নয় কি?”

পণ্ডিত সন্ন্যাসী বলেন, “এই জমিতে তিনি একটি মুক্ত পুকুর তৈরী করছেন, যেখানে লোকেরা জ্যাস্ত মাছ, কাঁকড়া ছেড়ে দেবেন। কেউ পুকুরের মাছ হত্যা করতে পারবেনা। এই পুকুর ‘মুক্ত পুকুর’ নামে পরিচিত হবে।” প্রায় ছয়মাস পর একটি বিরাট পুকুর তৈরী হয়। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পুকুরে ছাড়া হয়। ক্রমে এ ঘটনা সবাই জানতে পারেন। দলে দলে লোকজন সন্ন্যাসীর মুক্ত পুকুর দেখতে আসেন।

মাটি কাটার সময় যে লোকেরা হাসাহাসি করত, এখন বুঝতে পারে, না বুঝে তারা সন্ন্যাসীর কাজে সমালোচনা করছিল। এরপর লোকজন জ্যাস্ত মাছ কিনে পুকুরে ছেড়ে দিতে থাকে। অনেক লোক মাছ খাওয়া ছেড়ে দেন। মুক্ত পুকুরটি এখনও রয়েছে, যেখানে অনেক প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া ও কচছপ নির্ভয়ে পুকুরে ঘুরে বেড়ায়। তাদের কোন ভয় নেই, কারণ উক্ত পুকুরে মাছ ধরা নিষিদ্ধ। আমাদের দেশেও মন্দির সংলগ্ন যে সমস্ত পুকুর রয়েছে, তার মাছ ও কেউ হত্যা করেনা।

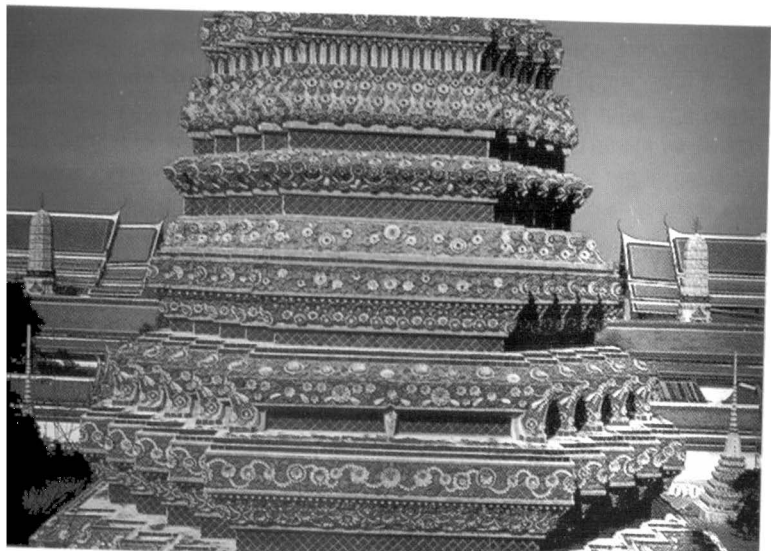
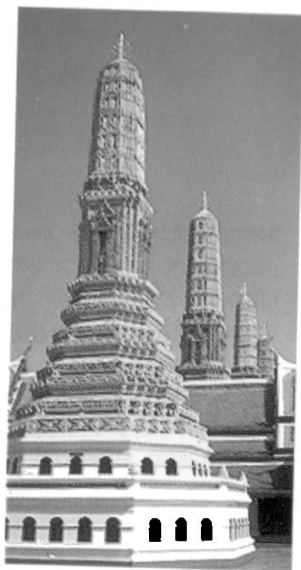
চীনদেশে মিং রাজত্ব ১৫৭৩ হইতে ১৬২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। হোয়াংচু শহর সৌন্দর্যে অতুলনীয়, একমাত্র স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই শহরে ইয়ু নামে এক ধনী লোক ছিলেন। ইয়ু সব সময় ভাল কাজ করতেন। কখনও জীবহত্যা করেননি।

একদিন তাঁর এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে ডাকাতি হয়। ডাকাতেরা প্রতিবেশীর সমস্ত জিনিষ গুণ্ট করে নিয়ে যায়। ইয়ু ক্ষতিগ্রস্থ লোকটিকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন। ইয়ু'র বদান্যতায় প্রতিবেশীর স্ত্রী অত্যন্ত প্রীত হন। একদিন প্রতিবেশীর স্ত্রী দশটি বানমাছ পাঠান ইয়ুর বাড়ীতে উপহারস্বরূপ।

চীনদেশে বানমাছ খুব জনপ্রিয় খাদ্য। ইয়ুর মা এখন বৃদ্ধা। প্রতিবেশীর স্ত্রী আশা করেন, ইয়ু বানমাছগুলি পেয়ে খুশী হবেন। কেননা, তাঁর বৃদ্ধা মাকে মাঝে মাঝে এই বানমাছগুলি গান্না করে খাওয়াবেন। ইয়ুর চাকর বানমাছগুলি উপহার পেয়ে খুশি হন, আবার নিরাশও হয়ে পড়েন, কেননা তার মনিব ইয়ু জ্যাস্ত মাছ হত্যা করতে পছন্দ করেননা। ইয়ুকে না জানিয়ে চাকর বানমাছগুলি একটি পানিপূর্ণ কলসিতে রেখে দেন। সুযোগ মত ইয়ুর মাকে গান্না করে খাওয়াবেন। দিনের পর দিন মাছগুলি কলসিতে পড়ে থাকে। একসময়, চাকর কলসিতে রাখা মাছের কথা ভুলে যায়।

কিছু দিন পর ইয়ুর বৃদ্ধা মা স্বপ্ন দেখেন, দশজন লোক তাঁর ঘরে দাড়িয়ে আছে এবং বৃদ্ধা মায়ের বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেন। অদ্ভুত কাপড় পরনে তাদের। তারা করজোড়ে ইয়ুর বৃদ্ধা মাকে মিনতি করে বলেন, ‘আমাদের জীবন আজ বিপন্ন। আমাদের প্রাণ রক্ষা করুন।’ এরপর তারা চলে যান। কিছুক্ষণ পর ইয়ুর মায়ের ঘুম ভেঙ্গে যায়। এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে তিনি আশ্চর্যান্বিত হন। কিভাবে তিনি এই লোকদের জীবন রক্ষা করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

শহরের এক নামকরা গনক আছে। গতরাতে দেখা অদ্ভুত স্বপ্নের কথার অর্থ জিজ্ঞেস করেন। গনক বৃদ্ধা মাকে বলেন, ইহা একটি ভাল স্বপ্ন। যারা আপনার কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়েছেন তারা এই পৃথিবীর বাসিন্দা। তারা আপনার বাড়ীর আশেপাশেই আছে। তিনি সহসা বাড়ী ফিরে চাকরকে ঘরের আনাচে কানাচে খুঁজতে বলেন। ইহাৎ চাকরের মনে পড়ে, কলসিতে রাখা বানমাছগুলির। উপহার পাওয়া বানমাছগুলির কথা বৃদ্ধা মাকে জানান। বৃদ্ধা মা একথা শোনার পর বানমাছগুলিকে পুকুরে ছেড়ে দেন। মাছগুলি এভাবে জীবন রক্ষা পায়।





## কচ্ছপের প্রতিদান

হুয়াং তেয়ন একজন বড় চিকিৎসক। তাঁর বাড়ীতে পাচক, চাকর, দারোয়ান আছে। ডাক্তার সবাইকে ভালবাসেন। একদিন বাড়ীতে হৈ চৈ উঠে। রান্নাঘর হতে শব্দটা শোনা যাচ্ছে। ডাক্তার উঁকি মেরে রান্নাঘরে তাকিয়ে দেখেন, একটি কচ্ছপ ঘরের মেঝেতে দৌড়াচ্ছে। কচ্ছপটিকে খুব ভীত দেখাচ্ছিল যার জন্য সে পালাতে চাচ্ছে। সামান্য একটি কচ্ছপের জন্য তারা কেন হৈচৈ করছে, ডাক্তার জিজ্ঞেস করেন।

‘স্যার, আমরা আপনার জন্য এই কচ্ছপটা রান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। একটি পাত্রে ঢাকনা দিয়ে কচ্ছপটি রাখা ছিল। ঢাকনা খুলতেই কচ্ছপটা লাফ দিয়ে ঘরের মেঝে দৌড়াতে থাকে। কচ্ছপকে ধরার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যেন পালাতে না পারে। যতবার আমরা কচ্ছপকে ধরতে যাই আমাদেরকে কামড় দিতে চায়। কিছুতেই কচ্ছপকে ধরতে পারছি না।’ চাকরদের কথা শুনে কচ্ছপ বাড়ীতে রান্না না করে তিনি নিরামিষাশী খাদ্য গান্নার জন্য হুকুম দেন।

অনেক বছর পর একদিন ডাক্তারের খুব জ্বর হয়। অনেকদিন জ্বরে ভুগতে ভুগতে ডাক্তারের শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে দুইদিন ডাক্তার অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। জ্ঞান ফিরার পর পরিবারের লোকজন খুব ভয় পেয়ে যান। ডাক্তার তাঁকে একদিন নদীর ধারে খোলা জায়গায় নিয়ে যেতে বলেন। নদীর ধারের খোলা মাঠের ঠান্ডা হাওয়ায় ডাক্তার কিছুটা সুস্থ বোধ করেন। বাড়ী ফেরার পর তাঁর শরীর আরও ভাল মনে হয়। এখন জ্বর অনেক কম। পরদিন যখন সূর্য উঠে, তিনি অনুভব করেন, তাঁর গায়ে কোন জ্বর নাই। হঠাৎ মনে হয়, তাঁর বুকের উপর যেন কিছু চেপে দেয়া আছে। হাত দিয়ে দেখেন তাঁর বুকে কাঁদামাটি প্রলেপ দেয়া হয়েছে। তিনি আশ্চর্য হয়ে ভাবেন, তাঁর বুকে কাঁদা মাটির প্রলেপ কেন? হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করেন, তাঁর বিছানার পাশে একটি কচ্ছপ বসে আছে। ডাক্তার কচ্ছপের দিকে তাকালে, কচ্ছপ কয়েকবার মাথা নেড়ে ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। এরপর কচ্ছপ ধীরে ধীরে চলে যায়। ডাক্তার এখন পুরাপুরি সুস্থ। তাঁর পরিবারের লোকজন কচ্ছপের ঘটনায় হতবাক হন। কেননা তাঁর অসুস্থতায় পরিবারের লোকজন খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল।

ডাক্তার ভাবেন, রাতে একটি কচ্ছপ আমার বুকে কাঁদা মাটির প্রলেপ দেয়। এতে আমি পুরাপুরি সুস্থ। তিনি আদেশ দেন, কোন প্রাণী ভুলেও যেন হত্যা করা না হয়। এমন কি, কেউ কোন প্রাণীকে হত্যা করতে দেখলেও তাদের প্রাণ রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকার আহ্বান জানান।

## তিন নম্বর ছেলে ‘ফেং’

চীনদেশে কিছু কিছু পরিবারের মধ্যে নাম ধরে ডাকার রেওয়াজ নাই। চুংচু একটি পরিবারের কর্তা। তাঁর পাঁচজন ছেলে মেয়ে। জৈষ্ঠ্য ছেলেকে ১(এক) নম্বর, পরবর্তী ছেলে ২(দুই) নম্বর। এভাবে ছোট ছেলের নাম ৫ (পাঁচ) নম্বর। ৩ (তিন) নম্বর ছেলের নাম ফেং। তিনি অত্যন্ত সদাশয় লোক। পরিবারের প্রত্যেকে ফেংকে ভালবাসেন, তিনি সরকারী অফিসে রাজস্ব বিভাগে চাকুরী করেন। সরকারী লোকের একটি আলাদা সম্মান আছে। একদিন রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি একটি খামার অফিস পরিদর্শন করেন। খামারের মালিকের নাম হুয়াং। খামারের মালিক হুয়াংকে বছরের রাজস্ব ট্যাক্স পরিশোধ করার জন্য ফেং অনুরোধ করেন। হুয়াং বিনীত ভাবে বলেন, ‘আপনি অবগত আছেন, এবছর ভাল শস্য হয়নি। যার জন্য শস্য বিক্রী করে আমরা টাকা সংগ্রহ করতে পারিনি। আপনি দয়া করে আমাদের এক মাস সময় দিন। এ সময়ের মধ্যে আমরা যেকোন ভাবে টাকা সংগ্রহ করে আপনাদের রাজস্ব পরিশোধ করব।’ হুয়াং এর অনুরোধে ফেং একমাস সময় দেন। হুয়াং সম্মানিত অতিথি ফেংকে একদিন নৈশভোজে আপ্যায়ন করেন। ফেং নির্দিষ্ট দিনে অতিথিসেবকের বাড়ীতে উপস্থিত হন। তিনি লক্ষ্য করেন, হুয়াং এর স্ত্রী সম্মানিত অতিথির জন্য ভাল খানাপিনা তৈরীর জন্য ভীষন ব্যস্ত। একটি মুরগি জবাই করার জন্য আনা হয়। জবাই করার পূর্বমুহূর্তে মুরগী ভয়ে ডাক দিতে থাকে। ফেং নিশ্চিত হয়ে ভাবেন, তার জন্য আজ একটি প্রাণী হত্যা হবে। একথা ভেবে হুয়াংকে অনুরোধ করেন, তিনি অন্য একদিন এসে হুয়াং এর বাড়ীতে খেয়ে যাবেন। মেহমানের জন্য মুরগি আনা হয়েছে, কিন্তু তিনি না খেয়ে চলে যাচ্ছেন। হুয়াং এর মন বিচলিত। হতাশভাবে তিনি স্ত্রীকে মুরগী জবাই করতে মানা করেন।

রাজস্ব টাকা আদায়ের জন্য ফেং একমাস পর পুনরায় হুয়াং এর খামারে আসেন, তখন ফেং লক্ষ্য করেন, একটি মুরগি দরজার পাশে দাড়িয়ে আছে এবং ফেং এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। ফেং যথারীতি রাজস্ব টাকা আদায় করে চলে যান। এভাবে একটি মুরগীর জীবন আপাতত রক্ষা পায়।

‘অরহংগা ফলসমাপ্তি ধ্যানমগ্ন থাকেন এবং নির্দীপসুখকে ইহকালেই আশ্বাদন করেন।’

- বুদ্ধ

## ছাগলের জিহ্বা

চীনা ইতিহাসে টেং রাজত্বের সমৃদ্ধ যুগ ছিল। রাজধানী শহরে পান কিউ নামে একজন লোক বাস করতেন, যিনি শারীরিক কসরত দেখিয়ে সুনাম অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি একটি সরকারি চাকুরি পান। পান কিউ'র অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল।

একদিন কয়েক বন্ধু মিলে পান কিউ একটি কবরখানার পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন। কবরের মধ্যে পান কিউ লক্ষ্য করেন, এক মেমপালক একটি কবরের পাশে ঘুমাচ্ছে। কিছু দূরে এক ছাগল কবরের মধ্যে গজানো ঘাস খেয়ে চড়ছে। ছাগলটি সম্ভবত মেমপালকের।

পান কিউ এর মনে এক দুষ্টবুদ্ধি খেলে যায়। তার বন্ধুদের সঙ্গে কানে কানে সে পরামর্শ করে। ছাগলটিকে ধরার জন্য তারা কাছে যায়। মেমপালক তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। এসময় ছাগলটি ভ্যা ভ্যা স্বরে ডাকতে থাকে। পান কিউ এর বন্ধুরা চিন্তিত হয় ছাগলের ডাকে মেমপালক এর ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে, তাই ছাগলের জিহ্বা টেনে ধরে ছুড়ি দিয়ে জিহ্বা দ্বিখন্ডিত করে ফেলে। তারা রক্তাক্ত ছাগলকে ধরে নিয়ে যায় এবং জবাই করে রান্নার উপযোগী করে। রাতে প্রচুর মদ আনা হয় এবং গান-বাজনা দিয়ে সবাই মিলে সারা রাত ধরে খানা-পিনা চলে।

এভাবে কয়েক বছর কেটে যায়। একদিন পেন কিউ'র জিহ্বায় খুব ব্যাথা লাগে। দিন দিন ব্যাথা তীব্র হয়, ডাক্তার ডেকে ঔষধ খাওয়ার পরও ব্যাথা যায় না। দিন দিন ব্যাথা আরও তীব্র হয়। এবং জিহ্বায় ঘা'র মত হয়। মুখ দিয়ে সে কিছু খেতে পারে না। কোন কিছু মুখে দিলেই তীব্র যন্ত্রনায় কঁোকড়াতে থাকে। এমনকি পানিও মুখে দিয়ে খেতে পারেনা। শরীর খুব দুর্বল হয়ে যায়। একদিন রাতে পান কিউ স্বপ্ন দেখেন, একটি ছাগলের মুখ দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরছে। এদৃশ্য দেখে পান কিউ শিউরে উঠেন। তার বন্ধুসহ ছাগলের জিহ্বা কাটার ঘটনার কথা মনে পড়ে। এরপর পান কিউ'র ঘুম ভেঙ্গে যায়। স্বপ্নের কথা মনে হতেই পান কিউ অনুশোচনায় কাঁদতে থাকেন। তিনি ভাবেন, সেদিন ছাগলের উপর অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের জন্য আজ তার এই অবস্থা। এভাবে কষ্ট পেতে পেতে একদিন পান কিউ মারা যায়।

পৌদ্ধধর্মের মূলকথা,

‘কর্মফল ভোগতে হবেই’

‘সম্যক দৃষ্টিকে’ প্রজ্ঞা (পঞঞা) বলা হয়। চর্যচক্ষুতে দেখাকে সম্যকদৃষ্টি বলেনা।  
জ্ঞানের চক্ষুতে দেখাকেই সম্যক দৃষ্টি বলে।’

চীনদেশের এক শহরে একটি নামকরা মদের দোকান ছিল। সাধারণত আগুরের রস থেকে মদ তৈরী হয়। মদ বিক্রেতা লিংফু লক্ষ্য করেন, মদ তৈরীর সময় ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি আনাগোনা করে। সময় সময় মদের পিপার মধ্যে অনেক মৌমাছি পড়ে যায়। লিংফু তখন কাঠি দিয়ে পিপার মধ্যে পড়ে যাওয়া মৌমাছিগুলি তুলে নেয় এবং মৌমাছিদের প্রাণ রক্ষা করার চেষ্টা করে। কারণ, পিপার মধ্যে মৌমাছিগুলি পড়ে গেলে ডানার ভারে আর উড়তে পারেনা, তখন মৌমাছির মৃত্যু হয়। প্রতিদিন অনেক কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও লিংফু মৌমাছিদের প্রাণ এভাবে রক্ষা করতো। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়, একদিন হঠাৎ তার দোকানে অনেক পুলিশ আসে এবং লিংফুকে ধরে নিয়ে যায়। লিংফু কিছুই বুঝতে পারেনা তাকে কেন পুলিশ ধরেছে। পরে জানতে পারে, কিছু দিন পূর্বে শহরের কিছু ডাকাত পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। ডাকাতদল ধরা পড়ার পর লিংফুকে তাদের সংস্কা বলে জড়িত করে।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন ডাকাত লিংফুর দোকানে মদ খেতে গিয়েছিল। ডাকাতেরা লিংফুর দোকানে মদ খেয়ে পয়সা না দিয়ে চলে যাচ্ছিল। এজন্য ডাকাতদের সঙ্গে লিংফুর ঝগড়া হয়। এ ঘটনায় দস্যুরা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে। তারা যখন পুলিশের নিকট ধরা পড়ে, লিংফুকে তাদের দলের লোক বলে অন্যায়ভাবে ফাঁসিয়ে দেয়। যথাসময়ে বিচারকের দরবার বসে। জেরার সময় লিংফু নিজেকে নির্দোষ দাবী করে। কিন্তু ডাকাতেরা সাক্ষী দেয় সে তাদেরই একজন সহযোগী। মহামান্য বিচারক অন্যান্য ডাকাতদের সংগে লিংফুকেও সাজা দেওয়ার জন্য মনস্থির করেন। আগামীকাল রায় বেরুবে। বিচারক যথাসময়ে এজলাসে বসেন। বন্দী ডাকাতদের সাজার মেয়াদ স্থির করে বিচারক সই করবেন। সেই মুহূর্তে বিচারকক্ষে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। সবাই লক্ষ্য করেন, জানালা দিয়ে হাজার হাজার মৌমাছি ঢুকছে এবং উড়ে গিয়ে মৌমাছিগুলি বিচারকের টেবিলে বসে আছে। মৌমাছির কিত্তু বিচারক বা অন্য কারও প্রতি কামড় না দিয়ে বসে আছে। এই ঘটনায় বিচারক তাজ্জব বনে যান। বিচারক চিন্তা করেন, হয়তো বিচারে তাঁর কোন ভুল হতে পারে। এই ডাকাতদের মধ্যে কেউ না কেউ নিরপরাধ লোক আছে, যার জন্য এই আশ্চর্য ঘটনা। মহামান্য বিচারক চিন্তিত। অপরাধীদের সাজার মেয়াদ দেয়ার আগে আর একবার পুনর্বিচার করার জন্য মহামান্য বিচারক উদ্যোগ নেন। তিনি আলাদাভাবে এক এক অপরাধিকে জেরা করতে থাকেন।

মৌমাছিদের নিয়ে কার কি ঘটনা থাকতে পারে। একে একে ডাকাতদের জেরা শেষ হয়। সবশেষে লিংফু জবানবন্দী দিতে শুরু করে। লিংফু বলেন, ‘মাননীয় ধর্মান্তর, আমি বুঝতে পারছি না মৌমাছির ঝাঁক বেধে কেন এখানে প্রবেশ করেছে। তবে, আমার দোকানে মদ তৈরীর সময় ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি আসতে দেখতাম। কিছু কিছু মৌমাছি মদের পিপার মধ্যে পড়ে গেলে, কাঠি দিয়ে পিপা হতে তুলে তাদের প্রাণ রক্ষা করতাম।’

মহামান্য বিচারক এবার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করেননি। তিনি বুঝতে পারেন, লিংফু একজন নির্দোষ লোক। এই ঘটনায় তাঁকে অন্যায়ভাবে জড়ানো হয়েছে। বিচারক লিংফুকে খালাস দেন এবং সত্যিকার ডাকাতদের কঠিন শাস্তি প্রদান করেন। মহামান্য বিচারক এজলাশ কক্ষে উপস্থিত জনগণকে বলেন,

“যে কেউ ভাল কাজ করলে, দেবতাগণ তাদের রক্ষা করেন।  
লিংফু’কে দেবতাগণ রক্ষা করেছেন।”

অনেক অনেক দিন আগে এক সকালবেলা সারিবদ্ধ রথগুলি গুড় গুড় শব্দে সমতল রাস্তায় চলছিল। রথগুলিতে রাজার সৈন্যরা ঝকঝকে বর্ম পরিহিত ছিল। তাদের হাতে ধরা পতাকাগুলি মৃদুমন্দ বাতাসে পত পত করে উড়ছিল। তরবারি ও বর্শাপরিহিত সৈন্যগণ একটি মনোরম সজ্জিত রথে চড়ে অগ্রগামী সৈন্যদের অনুসরণ করছিল। রথের মধ্যে মহামান্য রাজা চৌ পাত্র-মিত্রসহ বসে আছেন। রাজপ্রাসাদের একঘেয়ে জীবন যাপন হতে একটু বৈচিত্র পেতে রাজা পছন্দ করেন। তাই পাত্র-মিত্র, পাইক-পেয়াদা নিয়ে রাজ্য দেখার জন্য প্রতিবছর রাজা দেশভ্রমণে বের হন।

রাজার প্রধান সেনাপতি 'ইয়াং ইউচি' তাঁর ধনুর্বিদ্যার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। দুই হাজার বছর পরেও লোকেরা তাঁর এই গুণের জন্য এখনও গর্ববোধ করেন। তিনি যখন শিকার করতে বের হতেন, কখনও তাঁর শিকার বৃথা যায়নি। রাজা তার প্রতি অত্যন্ত আস্থাভান ছিলেন। তিনি শিকারে বের হলে খরগোশ, হরিণ এবং অনান্য প্রাণীরা ভয়ে দিকব্রান্ত হয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করত এবং সব প্রাণীর মধ্যে একটি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু এরপরেও তাঁর শিকারে কোন প্রাণী পালাতে পারতেনা। সৈন্যদের চলার পথে এক জায়গায় অনেক পুরানো এক বড় গাছ ছিল। সেই গাছ অতিক্রমের সময় সৈন্যরা গাছের উপর চোঁচামেচির শব্দ শুনতে পায়। সৈন্যরা লক্ষ্য করে, তাদের মাথার উপরে একটি গাছের ডালে বসে একটি উল্লুক সৈন্যদের দেখে হৈ-হুল্লুড়, চীৎকার করতে থাকে। এক ডাল থেকে আর এক ডালে লাফালাফি করে সৈন্যদের মুখ ভেংচাতে থাকে। এক সৈন্য রেগে গিয়ে উল্লুককে একটি তীর ছোড়ে। তীরটি উল্লুকের গায়ে না লেগে একটি গাছের ডালে বিদ্ধ হয়। পর পর কয়েকটি তীর ছোড়েও সৈন্যটি উল্লুককে ধরাশায়ী করতে পারেনি। উপস্থিত সৈন্যরা তাদের সহকর্মীর শিকারের ব্যর্থতায় হাসতে থাকে। এতে শিকারি সৈন্যের জিদ বেড়ে যায়। কিন্তু সে কিছুতেই উল্লুককে ধরাশায়ী করতে পারে না। রাজা সবকিছু পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রধান সেনাপতিকে তাঁর তীর দিয়ে উল্লুককে ধরাশায়ী করতে আদেশ দেন। এই ঘোষণা দেয়ার পর উল্লুক বুঝতে পারে, এবার আর রক্ষা নাই। প্রধান সেনাপতির তীর এবার তার প্রাণবায়ু ভেদ করে নেবে। এটি বুঝতে পেরে উল্লুকের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে।

রাজা প্রধান সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করেন, ‘উল্লুক কাঁদে কেন?’ প্রধান সেনাপতি ইয়াং ইউচি বলেন, ‘উল্লুক বুঝতে পেরেছে, আমার নিশানা কখনও ব্যর্থ হবার নয়। কাজেই সে যতই চালাকির চেষ্টা করুকনা কেন, আমার তীরে তাকে মরতেই হবে। মাননীয় ধর্মান্তার, এটা ভেবেই উল্লুক কাঁদছে।’

প্রধান সেনাপতির কথা শুনে রাজা চিন্তিত হয়ে পড়েন। নিজের জীবন সংশয় হবে জেনে উল্লুক অস্থির। না জানি অন্যান্য প্রাণীরাও কি একই পরিণতির শিকার। রাজার মন বিগলিত। তাঁর হৃদয় ব্যথিত। রাজা প্রধান সেনাপতিকে উল্লুকের প্রতি তীর না ছোড়ার আদেশ দেন এবং ভবিষ্যতে কোন প্রাণীর প্রতি নির্দয় না হবার উপদেশ দেন। সেদিন হতে অনেক প্রাণী এদের শিকার থেকে রক্ষা পায়।

রাজা রাজধানীর দিকে তাঁদের রথ ফিরিয়ে নেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। প্রজাগণ এতে অত্যন্ত খুশী হন। প্রজাগণ রাজার অনেক গুণকীর্ত্তন করেন এবং দেশের মঙ্গলের জন্য কঠোরভাবে পরিশ্রম করতে থাকেন। এতে করে রাজা আরও অনেক দিন সুখে-শান্তিতে রাজত্ব করেন।

দুই হাজার বছর পূর্বে, মধ্য চীনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি পুকুর ছিল। সেই পুকুরে অনেক মাছ আছে। স্বচ্ছ পানিতে মাছগুলি আনন্দে খেলা করত। সময় সময় মাছগুলি পানির মধ্যে ছোট্টাছুটি করত এবং আনন্দে লাফ দিত।

দেশে একবার ভীষণ খরা হয়। কোন বৃষ্টি না হওয়াতে আস্তে আস্তে পুকুরের পানি শুকাতে থাকে। পানি শুকিয়ে যাওয়ায়, মাছগুলির জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়। একদিন জুহাং চিং নামে একজন লোক পুকুরের পাশ দিয়ে হাঁঠছিলেন। তিনি মুখ-হাত ধোয়ার জন্য পুকুরের ঘাটে নামেন। তিনি লক্ষ্য করেন, পানি কমে যাওয়ায় পুকুরের অনেক মাছ মরে গেছে। সামান্য পানি যা আছে, শুকিয়ে গেলে অন্য মাছগুলিও মরে যাবে। এতে লোকটির হৃদয় হাহাকার করে উঠে। লোকটি অনেক দূর হেঁটে হেঁটে রাজার নিকট পৌছেন। রাজাকে অভিবাদন জানিয়ে বলেন, ‘মাননীয় ধর্মাবতার, আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। আপনার রাজ্যের এক জায়গায় একটি পুকুর আছে। সেই পুকুরে অনেক মাছ। তীব্র খরায় পুকুরের পানি শুকিয়ে গিয়ে অনেক মাছ মরে গেছে। যে মাছগুলি এখনও বেঁচে আছে, হাতি দিয়ে অন্য পুকুরের পানি এনে পুকুরে ফেললে, জীবিত মাছগুলি রক্ষা পেতে পারে। আপনার হাতিশাল থেকে কিছু হাতি আমাকে দিন, অন্য পুকুরের পানি আনতে।’ লোকটির কথা শুনে রাজা বিচলিত হয়ে পড়েন। রাজা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ হাতি দেয়ার জন্য আদেশ করেন। লোকটি বিশটি হাতি নিয়ে রওনা দেন। বড় বড় চামড়ার পায়ে পানি ভর্তি করে হাতির পিঠে তুলে উক্ত পুকুরে ঢালতে থাকেন। কিছু দিনের মধ্যে উক্ত পুকুরটি পানিতে পূর্ণ হয়ে উঠে। পানি পেয়ে মাছগুলি আনন্দে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। মাছগুলির প্রফুল্লতা দেখে লোকটির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়। তিনি হাতিগুলিকে ফিরিয়ে দিয়ে রাজাকে অনেক ধন্যবাদ জানান। এভাবে মাছগুলি নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পায়।

‘সতৃণণ নিজেকে ও এই অনন্ত চন্দ্রবালকে চিরস্থায়ী (শাশত) বলে মনে করে থাকেন। এই সকল মিথ্যা ভ্রান্ত দৃষ্টি দূরীভূত হয়ে প্রতিত্যসমুৎপাদ নীতি, চতুরার্যসত্য, অনিত্য, দুঃখ এবং অন্যত্ম সম্পর্কে জ্ঞান চক্ষু দিয়ে যথার্থভাবে দর্শন ও উপলব্ধি করাকে প্রজ্ঞা বলে।’

- বুদ্ধ



রাজকীয় পণ্ডিত সিয়ু এর মায়ের নাম গ্রানী হুসু। মীং রাজত্বকালে সাংহাই শহরের কাছে কুনলুন এলাকায় তাঁরা বাস করেন। গ্রানী হুসু একজন নিরামিশাষী। তিনি সবসময় ভাল কাজ করেন। গরীবদের তিনি সাহায্য করেন। প্রতিদিন সকাল বিকাল তিনি ধর্ম দেশনা এবং দান-কার্য সম্পাদন করতেন। তিনি তাঁর সন্তানদের অত্যন্ত ভালবাসেন। সন্তানেরাও পিতা-মাতার বাধ্য। তাঁরা সুখী পরিবার।

১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে গ্রানী হুসু তাঁর ষাটতম জন্মদিবস জাঁক-জমকের সঙ্গে পালন করেন। ষাট বছরে জন্মদিন পালন, চীনদেশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গ্রানী হুসু তাঁর জন্মদিন পালনের জন্য মোমবাতি জ্বালিয়ে কেক না কেটে গরীব লোকদের জন্য খাদ্য তৈরী করেন। যথাসময়ে গ্রানী হুসু'র জন্মদিনে অনেক গরীব লোক জমায়েত হয়। তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনেরা শুভেচ্ছা জানান। চীনদেশের জন্মদিনে উপহার সামগ্রীর মধ্যে টাকা দেওয়ার নিয়ম লক্ষ্য করা যায়। হুসু অনেক টাকা উপহার হিসাবে পান। তিনি উপহারের টাকা দিয়ে বিভিন্ন সূত্র সম্বলিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ছাপানোর উদ্যোগ নেন।

তখনকার দিনে বই ছাপানো খুব সহজ ছিলনা। তিন বছর যাবত বই ছাপানোর কাজ চলে। পরের বছর হুসু'র ৬১ তম জন্মদিনে, তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের আমন্ত্রণ জানান। জন্মদিন পালন শেষে তিনি সবাইকে ধর্মগ্রন্থ উপহার দেন।

গ্রানী হুসু অনেক বছর বেঁচেছিলেন। ৮০ (আশি) বছর বয়সে ও তিনি অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। এই বয়সেও সবাই বলাবলি করতেন, তাঁর বয়স ষাট এর বেশী নয়। তাঁর পরিবারের সবাই নিরামিশাষী খাদ্য গ্রহণ করতেন। গ্রানী হুসু তাঁর জীবনে অনেক ভাল কাজ করেছেন। প্রায় শত বছর পর তাঁর মৃত্যু ঘটে এবং ভাল কাজের জন্য তিনি স্বর্গে চলে যান।

‘সুতরাং নিজ নিজ পারমী, প্রচেষ্টা এবং সাধনার বলে ১৭টি প্রজ্ঞার স্তর অর্জন করে থাকেন। এই ১৭টি প্রজ্ঞার স্তর ‘বিত্ত্বি জ্ঞান বা বিদর্শন জ্ঞান।’

-বুদ্ধ

আজ আকাশ পরিষ্কার, উজ্জল দিন। আবহাওয়া খুব চমৎকার। ভগবান বুদ্ধ বনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। হঠাৎ লক্ষ্য করেন, এক বৃহৎ ঈগল একটি ঘুঘু পাখি তাড়া করছে। ঈগল ঘুঘু পাখিটিকে ধরার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে। প্রাণের ভয়ে ঘুঘু বুদ্ধের দিকে এগিয়ে আসে। ঘুঘু একেবারে বুদ্ধের পাশ ঘেষে বসে পড়ে। ভয়ে ঘুঘুর শরীর কাঁপছে। ঈগলের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্য বুদ্ধ ঘুঘুকে তাঁর কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখেন।

গাছের ডালে বসে ঈগল বুদ্ধকে বলে, ‘আপনি ঘুঘু পাখিকে আড়াল করে রেখেছেন, এজন্য আপনি আমাকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করছেন। আমি এখন ক্ষুধার্ত। আমার শিকারটি দিন।’ ভগবান বুদ্ধ দয়াদ্রুতিতে ঈগল পাখিকে বলেন, ‘আপনি ঘুঘুকে হত্যা করে তার মাংস খেতে চান। আমি যদি ঘুঘুর মাংস ছাড়া অন্য মাংস আপনাকে খেতে দিই, আপনি রাজী আছেন।’ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলে, ‘আপনি যে কোন কিছুর মাংস আমায় খেতে দিন। ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলছে।’ বুদ্ধ চাকু দিয়ে নিজের বাহু থেকে এক টুকরা মাংস কেটে নেয় এবং ঈগলকে খেতে দেয়। ঈগল বুদ্ধের দেয়া মাংসের টুকরা খেতে থাকে। অল্প মাংসে ঈগলের তৃষ্ণা মেটেনা, তার আরও মাংস চাই। তাই ভগবানের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে বলে, ‘ঘুঘু পাখিটা শিকার করতে পারলে আর ও মাংস খাওয়া যেত একথা শুনে বুদ্ধ তাঁর ডান বাহু থেকে আরও কয়েক টুকরা মাংস কেটে ঈগলকে খেতে দেয়। ঈগল তাতেও খুশী নয়। ঈগল ঘুরে ফিরে ঘুঘু পাখির দিকে তাকায়। ভগবান বুদ্ধ বুঝতে পারেন, ঈগল আরও মাংস খেতে চায়। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ তাঁর ডান হাতের সব মাংস কেটে ঈগলকে দিয়ে দেয়।

ঈগল তৃপ্তি সহকারে মাংস খেয়ে টেকুর তুলে বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করে ‘আপনার হাতের মাংস কেটে আমাকে খেতে দিয়েছেন। এজন্য কি আপনি দুঃখিত।’ বুদ্ধ বলেন, ‘একেবারেই না। আমার লক্ষ্য, জগতের সকল প্রাণী এবং স্বত্ত্বগনের ইচ্ছা পূরণ ও তাঁদের রক্ষা করা। আমি বিশ্বাস করি, সময় মতো আমার হাত আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে পাবো।’ ঈগল অবজ্ঞাভরে বুদ্ধের কথা শুনে হাসে। বুদ্ধ বলেন, ‘আমার কথা যদি সত্য হয়, আমার বাহু আগের মত পরিপূর্ণতা পাবে।’ বুদ্ধের বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। ঈগল

আশ্চর্য হয়ে দেখে, বুদ্ধের বাহু আগের মত হয়ে গেছে। ঈগল এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে আকাশে উড়ে যায় এবং কিছুক্ষণ পর ঈগলবেশে আসা স্বর্গের রাজা ইন্দ্র নিজের প্রকৃত রূপ নিয়ে বুদ্ধের সামনে উপস্থিত হন। অনেক দিন স্বর্গের রাজা ইন্দ্র শুনেছেন, ভগবান বুদ্ধ খুব দয়ালু এবং পরোপকারী। তাই দেবতা ইন্দ্র ঈগলবেশে বুদ্ধকে পরীক্ষা করতে মর্ত্যে নেমে এসেছিলেন। এরপর দেবতা ইন্দ্র বুদ্ধের গুণকীর্তন করতে করতে স্বর্গরাজ্যে ফিরে যান।

এভাবে একটি ঘুঘুর প্রাণ রক্ষার জন্য ভগবান বুদ্ধ নিজের হাত কেটে দান করেন।

‘সম্বোধির অর্থ-সংযম বা রিপূদমন এ আত্মমগ্ন হওয়া, ইন্দ্রিয়ানুভূতি সমূহকে অতিব্রত করা, তৃষ্ণার পবিত্রতা থেকে পরিতৃষ্ণা লাভ করা, মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি করা।’

- বুদ্ধ



চীনদেশে মিং রাজত্বকালে ওয়াং চেং নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। তিনি খুব দয়ালু এবং সবাইকে সাহায্য করার ইচ্ছা পোষণ করতেন, বিশেষ করে অনাথ এবং দরিদ্রদের তিনি অকাতরে দান করতেন।

প্রতিদিন সকালে ভিক্ষু বৌদ্ধধর্মের সূত্র এবং ধর্মশাস্ত্র সমূহ আলোচনা করতেন। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ভিক্ষু ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রমতে, তিনি নিরামিশাষী ছিলেননা।

সে সময় রাজ্যে অশান্তি লেগে থাকতো। সমাজ বিরোধী লোকেরা দেশে সবসময় দুষ্কর্ম ও অশান্তি করতো। এরকম পরিস্থিতিতে ভিক্ষু ওয়াং উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়েন। অনেক দূরে পাহাড়ের এক গুহায় একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধ্যান-সাধনা করতেন। তিনি যে কোন লোকের অতীত এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা বলতে পারতেন। তিনি বর্তমান অবস্থার কারণসমূহ এবং ভবিষ্যৎ ফলাফলও বলতে পারেন। ভিক্ষু ওয়াং স্থির করেন, তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট গিয়ে রাজ্যের এই বিপদের কথা বলবেন। কিন্তু সেখানে পৌছতে অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়। অত্যন্ত দুর্গম এবং বিপদজনক পথ। পায়ে হেঁটে অনেক দিন পর ভিক্ষু ওয়াং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর গুহায় পৌছেন। তিনি বন্দনা জানিয়ে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে বলেন, ‘মাননীয় ধর্মগুরু, আইনবিরোধী এবং ডাকাতির অত্যাচারে সাধারণ জনগণ জর্জরিত। কিভাবে এই অত্যাচার হতে নিরপরাধ লোকদের রক্ষা করা যায়। তাদের অত্যাচারে এই এলাকায় বিপর্যয় নেমে এসেছে। আপনি আমাদের এই বিপদ হতে কিছু সান্তনার বাণী শোনান। এই বিপর্যয় থেকে অসহায় লোকদের সাহায্য করুন।’ ভিক্ষু ওয়াং এর কথা শুনে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মৃদু হাসেন। তিনি প্রশ্ন করেন, ‘তুমি ভিক্ষু ওয়াং চেং। নয় কি?’ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর প্রশ্নে ওয়াং আকস্মিক বিস্ময়ে চমকিয়ে উঠেন। ওয়াং বলেন, ‘হ্যাঁ! আমার নাম ভিক্ষু ওয়াং চেং। কিন্তু আপনি আমার নাম কিভাবে জানেন?’ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বলেন, ‘তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত খাবার গ্রহণে নিরামিশাষী না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। তুমি যত প্রশ্ন আমাকে করনা কেন, তোমার শুধু সময় নষ্ট হবে। উত্তর পাবে না।’

ভিক্ষু ওয়াং শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন। তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কথাগুলি পুনরায় মনে করেন। তিনি সেদিন থেকে খাবার গ্রহণে নিরামিশাষী হন।

অনেক বছর পর ভিক্ষু ওয়াং পুনরায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর গুহায় দেখা করার জন্য রওনা দেন। সন্ন্যাসী ভিক্ষু ওয়াংকে দেখে মৃদু হেসে বলেন, 'তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেছ। তুমি যে প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য আমার নিকট এসেছিলে, আশা করি এখন তুমি উপলব্ধি করেছ। কোন প্রাণীকে আঘাত দিলে বা হত্যা করলে দেশে অশান্তি থাকবেই। এই মায়াময় পৃথিবীতে আমরা বসবাস করি। এই পৃথিবী পুরোপুরি মার এর অধীন। একমাত্র তারাই সুখী, যারা কোন প্রাণী হত্যা করেন না বা কোন প্রকারের মাংস খাদ্য তালিকায় গ্রহণ করেন না। এটাই বিশ্বজগতের ভারসাম্যের নিয়ম।' এরপর বৌদ্ধ সন্ন্যাসী গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হন।

ভিক্ষু ওয়াং চেং তাঁর মন্দিরে ফিরে আসেন। তিনি সবাইকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনের জন্য অনুরোধ করেন। প্রাণীর প্রতি দয়া, প্রাণী হত্যা না করা এই নিয়মগুলি পালন করলে দেশে শান্তি বিরাজ করবে। যে কোন প্রাণী হত্যার কারণ আর একটি অরাজকতা ও হত্যার জন্ম দেয়। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। যাঁরা মাছ-মাংস খেতে পছন্দ করেন, প্রাণী হত্যা না করলেও তাঁরা আংশিক দায়ী। যদি তিনি ভাল কাজও করেন, তাতেও তিনি সত্যিকারভাবে শান্তি উপভোগ করতে পারেন না। পরম সুখ পেতে হলে তাঁদেরকে শান্তির বীজ রোপন করতে হবে। এটিই একমাত্র তাঁদের পক্ষে সম্ভব, যাঁরা শুধুমাত্র নিরামিষাষী খাদ্য গ্রহণ করেন।'

অনেকদিন আগে, চীনদেশের ইয়ু পেংশু প্রদেশে শুয়াং চেং নামে এক লোক বাস করতেন। তিনি জীবনে মাংস খাননি। একদিন ইয়ং পেংশু অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শরীর খুব দুর্বল। যথাসময়ে ডাক্তার ডাকা হয়। ডাক্তার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থাপত্র দেন এবং সমৃদ্ধ খাবার ‘মুরগীর সুপ’ খাওয়ার নির্দেশ দেন। তাঁর পরিবারের লোকেরা ডাক্তারের উপদেশ মত ঔষধের সঙ্গে ‘মুরগীর সুপ’ ইয়ুকে খেতে দেয়। ইয়ু বাড়ীর চাকরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন, তাঁকে ‘মুরগীর সুপ’ খেতে দেয়া হয়েছে। ইয়ু সুপগুলি নিজে না খেয়ে চাকরকে দিয়ে দেয় এবং তিনি শুধু ঔষধগুলি খেয়ে শুয়ে পড়েন। সে দিন রাতে চেং স্বপ্ন দেখেন, আলোকিত করে এক দেবতা তাঁর ঘরে প্রবেশ করে বলেন, তুমি মাংসের সুপ খাওনি, সেজন্য তুমি অনেক পুণ্যের কাজ করেছ। এর ফলে তোমার শরীর তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে। তোমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন যাঁরা আছেন, তাদেরও কোন প্রাণীর মাংস খাওয়া থেকে বিরত করবে।’

এরপর শুয়াং চেং এর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন স্বপ্নে দেখা দেবতার কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা করবেন।

ইয়ুয়ান লিচুং একজন নামকরা গনক ছিলেন। লোকের হাতের রেখা এবং নাকের গঠন দেখে তিনি ভাগ্য গননা করতেন। একদিন একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী লোক তাঁর ছেলের ভাগ্য গননার জন্য লিচুং এর নিকট উপস্থিত হন। ছেলের হাতের রেখা ও নাকের গঠন দেখে গনক ভবিষ্যৎবাণী করেন, ‘তিন বছর পর তাঁর ছেলের সমূহ বিপদ। এতে সে মারা যাবে।’

এ কথা শুনে ছেলের বাবা মুষড়ে পড়েন, ভগ্নহৃদয়ে বাড়ী ফেরার পথে তিনি মন্দিরে ভিক্ষুর কাছে বন্দনা জানান। ভিক্ষু ছেলের পিতার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমাকে খুব মলিন দেখাচ্ছে ? ছেলের পিতা গণকের কিছুক্ষণ পূর্বের ঘটনাসমূহ ভিক্ষুকে জানান। ভিক্ষু ছেলেকে দেখে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলেন, “তোমার ছেলের অকাল মৃত্যু হতে রেহাই পেতে তোমাকে কিছু অন্তর্নিহিত গুণ অর্জন করতে হবে। কিন্তু ভালকাজ সব সময় করার সুযোগ হয় না। এই কাজ অর্জন করতে তোমাকে বিভিন্ন উপায়ে প্রাণীদের রক্ষা করতে হবে। এভাবে তোমার ছেলের জীবন রক্ষা পেতে পারে।”

ভিক্ষুর কথা শুনে ছেলের পিতা বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে চলেন। পাখি শিকারির খাঁচায় বন্দি পাখি দেখলে কিনে নিয়ে বনে ছেড়ে দেন, বাজার হতে মুরগী ও মাছ কিনে ছেড়ে দেন। কারও বিপদে সাহায্য করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। এভাবে তিনি অনেক পুণ্য কাজ সম্পাদন করেন। পিতার এহেন পুণ্যকাজে তাঁর ছেলে অনেকদিন বেঁচে ছিলেন।

‘কোন একটি বিষয়ে মনকে (চিত্তকে) প্রতিস্থাপিত করে, সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে আভিমন করে রিপদমানে আত্মগম্ভ হয়ে তৃষ্ণার অপবিত্রতা থেকে পরিতৃপ্তিতা লাভ করে চিত্তের একগুণতা লাভ করাই সমাধি।’

- বুদ্ধ



## মূল্যবান জীবন

অনেক দিন আগে ওয়াং তাং নামে একজন দয়ালু লোক সুচো প্রদেশে বাস করতেন। সকল প্রাণীদের জীবন তাঁর কাছে প্রিয় ছিল। তিনি বিভিন্ন ধৃত পাখী, জীবন্ত মাছ কিনে ছেড়ে দিতেন। তিনি যখন দেখতেন, একজন লোক জাল দিয়ে মাছ ধরছে, তিনি টাকা দিয়ে মাছগুলি কিনে নিয়ে পুকুরে ছেড়ে দিতেন। তিনি উপস্থিত লোকদের বলতেন, 'নিরীহ ও দুর্বল প্রাণীদের হত্যা করনা। তোমরা কি লক্ষ্য কর, বনের মধ্যে পাখীরা কত সুখী? কোন শিকারি কর্তৃক যখন কোন পাখী ধৃত হয়, তখন ধৃত পাখীর মা-বাবা কাতর নয় কি? পানির মধ্যে মাছগুলি কি নির্ভয়ে খেলছে? পানির মধ্যে এদের কত সুখী মনে হয়? তোমরা তাদের জীবিত ধরে কেন হত্যা করবে?'

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ওয়াং এর কথা শুনে বাড়ীতে তাদের পিতা-মাতাকে ওয়াং এর কথা গুলি পুনরায় বলত।

একদিন ওয়াং অসুস্থ বোধ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। ডাক্তার ওয়াং এর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। ডাক্তার নিয়মিত ঔষধ খাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তার অবস্থা আরও খারাপের দিকে। একদিন রাতে ওয়াং স্বপ্ন দেখেন, 'তোমার মৃত্যু খুব সন্নিকটে। কিন্তু তুমি অনেক প্রাণী রক্ষা করেছ একারণে, তোমার জীবন রক্ষা পেয়েছে। তুমি দীর্ঘায়ু হবে।'

হঠাৎ ওয়াং এর ঘুম ভাঙ্গে। এসময় তাঁর শরীর দুরু দুরু শব্দে কাঁপতে থাকে। তবে কি আমি আবার বেঁচে উঠব। এক অনাবিল শান্তি তাঁর শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায়। ক্রমে তাঁর শরীর সুস্থ হয়ে উঠে।

তিনি অনেকদিন বেঁচেছিলেন এবং পরিবার পরিজন নিয়ে সুখে জীবন অতিবাহিত করেন।

‘অনন্ত চক্রবালের যে কোন সচু অদম্য বীর্যের সাথে নিজের সাধনা বলে  
প্রজার্জন করে বুদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।’

- বুদ্ধ

## একটি ভয়ংকর মৃত্যু

---

ওয়ি নামে একজন পাখি শিকারি চীনের কইর কুইশিং প্রদেশে বাস করতেন। তার একটি বন্দুক ছিল। বন্দুক দিয়ে সে প্রতিদিন পাখী ও বিভিন্ন প্রাণী শিকার করতো। সে পুকুর, খাল-বিল হতে মাছ, বেঙ ও কচ্ছপ ধরে বাজারে বিক্রী করত। সে গাছে উঠে পাখীর ডিম নিয়ে মজা করে ভেজে খেতো। একদিন সে এক পুকুরে বিষ দেয়। এতে অনেক মাছ মরে যায়। মৃত মাছগুলি নিয়ে বাজারে বিক্রী করে দেয়। একদিন তার বন্ধুরা এভাবে প্রাণী হত্যা না করার জন্য ওয়িকে অনুরোধ করে। তাঁরা ওয়িকে বলেন, ‘প্রাণী হত্যা না করে তুমি কৃষিকাজ করতে পার।’

কিন্তু বন্ধুদের কথায় ওয়ি কর্ণপাত করেনি, বরং তাদের দু’চার কথা শুনিye দেয়। অনেক বছর পর ওহি একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে উঠে অনুভব করে, তার শরীরে তীব্র ব্যাথা। কিছুদিন পর তার শরীরে কয়েকটি ফোঁড়া দেখা দেয়, ফোঁড়া থেকে পুঁজ বের হতে থাকে। ডাক্তার ডেকে ঔষধ খাওয়ার পরও তার অসুখ সাড়েনা। ক্রমান্বয়ে তার শরীর খারাপ হতে থাকে। রাতে তীব্র ব্যাথায় গোংগাতে থাকে। এমনি করে একদিন তার মৃত্যু হয়। যথাসময়ে তার জন্য কফিন আনা হয়। স্থানীয় লোকজন যখন তার শব দাফন করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন আকাশে অনেক পাখীর কিচির মিচির শব্দ শোনা যায়। তাঁরা দেখেন, হাজার হাজার পাখী তাদের বাড়ীতে নেমে পড়ে। পাখীরা তাদের ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে ঠোকরাতে ওয়িং মৃতদেহকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে। এক ভয়ংকর ও অবিশ্বাস্য ঘটনা প্রতিবেশীগণ বুঝতে পারেন, এই আশ্চর্য ঘটনা ওয়ির প্রাণীহত্যাও মন্দ কাজের একমাত্র ফল।

